ষষ্ঠবিংশতিতম পারা

টীকা-১. 'সূরা আহ্‌ক্বাফ' মক্কী; কিন্তু কারো কারো মতে, এর কিছু সংখ্যক আয়াত 'মাদানী'। যেমন– আয়াত قُلْ اَرَءَيْتُمْ الآيَة এবং আয়াত (الآية) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ। আরো তিনটি আয়াত وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ থেকে।

সূরা আহ্‌ক্বাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আহ্‌ক্বাফ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩৫ রুকূ'-৪

রুকূ' – এক

حٰمٓ ۝١

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢

২. এ কিতাব (২) অবতীর্ণ আল্লাহ্, সম্মানিত ও প্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝٣

৩. আমি সৃষ্টি করিনি আস্‌মান ও যমীন এবং যা কিছু এ দু'টির মধ্যস্থিত রয়েছে, কিন্তু সত্য সহকারে (৩) এবং একটা নির্দ্ধারিত মেয়াদকালের জন্য (৪) এবং কাফিরগণ ঐ বিষয় থেকে, যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে (৫), মুখ ফিরিয়ে আছে (৬)।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤

৪. আপনি বলুন, 'ভালো, বলোতো! যেগুলোর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো (৭), আমাকে দেখাও সেগুলো যমীনের কোন্ পরমাণুটা সৃষ্টি করেছে? কিংবা আস্‌মানে সেগুলোর কোন অংশ আছে কিনা? আমার নিকট হাযির করো এর পূর্বে কোন কিতাব (৮) অথবা অবশিষ্ট কোন জ্ঞান থাকলে (৯); যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১০)।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥

৫. এবং তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সবের পূজা করে (১১), যেগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রার্থনা শুনবে না এবং সেগুলোর নিকট এদের পূজার খবর পর্যন্ত নেই (১২)?

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦

৬. এবং যখন মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন সেগুলো তাদের শত্রু হবে (১৩) এবং তাদের অস্বীকারকারী হয়ে যাবে (১৪)।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ

৭. এবং যখন তাদের নিকট (১৫) পাঠ করা

এ সূরায় চারটি রুকূ' পঁয়ত্রিশটি আয়াত, ছয়শ চুয়াল্লিশটি পদ এবং দু'হাজার পাঁচশ পঁচানব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-৩. যেগুলো আমার ক্ষমতা ও একত্বের উপর প্রমাণ বহন করে

টীকা-৪. ঐ নির্দ্ধারিত মেয়াদকাল হচ্ছে– ক্বিয়ামত-দিবস, যা এসে গেলে আস্‌মান ও যমীন বিলীন হয়ে যাবে

টীকা-৫. 'এ বিবর' মানে হয়ত শাস্তি অথবা ক্বিয়ামত-দিবসের আতঙ্ক অথবা ক্বোরআন পাক, যা পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়,

টীকা-৬. যে, সেগুলোর উপর ঈমান আনে না।

টীকা-৭. অর্থাৎ মূর্তি, যেগুলোকে তোমরা উপাস্য স্থির করো,

টীকা-৮. যা আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থ এ যে, এ কিতাব অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে 'তাওহীদ'কে হক এবং শির্ককে বাতিল সাব্যস্ত করার উপর দলীল। আর যে কোন কিতাবই এর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে এসেছে, তাতে এ বিবরণই রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবাদি থেকে যে কোন একটা কিতাব তো এমনই হাযির করো, যা'তে তোমাদের ধর্ম (মূর্তিপূজা)-এর পক্ষে সাক্ষ্য রয়েছে!

টীকা-৯. পূর্ববর্তীদের;

টীকা-১০. নিজেদের এ দাবীতে যে, 'আল্লাহ্‌র কোন শরীক আছে, যার উপাসনার জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন!'

টীকা-১১. অর্থাৎ মূর্তিগুলোর,

টীকা-১২. কেননা, সেগুলো জড় পদার্থ, প্রাণহীন।

টীকা-১৩. অর্থাৎ মূর্তি আপন পূজারীদের

টীকা-১৪. এবং বলবে, "আমরা তাদেরকে আমাদের উপাসনার জন্য আহ্বান করিনি। প্রকৃতপক্ষে, ওরা তাদের মনের প্রবৃত্তিরই পূজারী ছিলো।"

টীকা-১৫. অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট।

টীকা-১৬. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফকে; চিন্তা-ভাবনা করা ব্যতিরেকেই এবং ভালভাবে শুনা ছাড়াই

টীকা-১৭. অর্থাৎ 'এটা যাদু হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই।' আর তা থেকেও মন্দতর মন্তব্য করে যা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-১৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম?

টীকা-১৯. অর্থাৎ যদি এ কথা ধরেও নেয়া হয় যে, আমি তা আমার মন থেকে রচনা করছি এবং সেটাকে আল্লাহ্‌র কালাম বা বাণী হিসেবে বলছি, তা' হলে তা আল্লাহ্ তা'আলারই উপর মিথ্যা অপবাদ হতো। আল্লাহ্ তা'আলা এমন মিথ্যা অপবাদদাতাকে শীঘ্রই শাস্তিতে লিপ্ত করেন। তোমাদের তো এ ক্ষমতা নেই যে, তোমরা তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারো কিংবা তাঁর শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারো! সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি তোমাদেরই কারণে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছি?

টীকা-২০. এবং যা কিছু পবিত্র ক্বোরআন পাক সম্পর্কে তোমরা বলছো;

টীকা-২১. অর্থাৎ যদি তোমরা কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান আনো, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের উপর রহমত করবেন।

টীকা-২২. আমার পূর্বেও রসূল এসেছেন। সুতরাং তোমরা কেন নবূয়তকে অস্বীকার করছো?

টীকা-২৩. এর অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন কাফিরগণ তাদের নিকট আগত সত্যকে (১৬) বলে, 'এটা স্পষ্ট যাদু (১৭)।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۭ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑧

৮. তারা কি বলে যে, 'তিনি সেটাকে নিজ থেকে রচনা করেছেন (১৮)?' আপনি বলুন, 'যদি তোমরা এটা মনে করো যে, আমি সেটা নিজ থেকে রচনা করে নিয়েছি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্‌র সম্মুখে আমাকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাই রাখো না (১৯)।' তিনি ভালভাবে জানেন যেসব কথায় তোমরা রত আছো (২০); এবং তিনি যথেষ্ট আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে। আর তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু (২১)।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۭ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا

৯. আপনি বলুন, 'আমি কোন নতুন রসূল নই (২২)। এবং আমি জানিনা আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে (২৩)! আমি তো সেটারই অনুসরণ করি, যা আমার

এক) 'ক্বিয়ামত দিবসে আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে তা আমার জানা নেই।' এ অর্থ হলে এ আয়াতটা 'মানসূখ' বা রহিত। বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন মুশ্‌রিকগণ খুশী হয়েছিলো। আর বলতে লাগলো, "লাত ও ওয্‌যার শপথ! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের ও মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অবস্থা একই সমান। আমাদের উপর তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যদি এ ক্বোরআন তাঁর নিজের গড়া না হতো, তবে সেটার প্রেরণকারী অবশ্যই খবর দিতেন যে, তাঁর সাথে তিনি কি রূপ ব্যবহার করবেন।" সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত- لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ- অবতীর্ণ করলেন। সাহাবা কেরাম আরয করলেন "হে আল্লাহ্‌র নবী, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! হুযূরের প্রতি মোবারকবাদ! সুতরাং আপনি জেনে নিলেন, আপনার সাথে কেমন উত্তম ব্যবহার করা হবে। এখন অপেক্ষা এরই যে, আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে?" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন-
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ •
অর্থাৎঃ "এ জন্য যে, তিনি প্রবেশ করাবেন মু'মিন নর-নারীকে এমন জান্নাতসমূহে, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান।" আর এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে- بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا - অর্থাৎঃ "মু'মিন নর-নারীদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে মহা অনুগ্রহ রয়েছে।"

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন হুযূরের সাথে কি করবেন আর মু'মিনদের সাথে কি করবেন।

দুই) 'আখিরাতের অবস্থাতো হুযূরের নিজেরও জানা আছে, মু'মিনদেরও জানা আছে, অস্বীকারকারীদেরও (জানা আছে)। কাজেই, আয়াতের অর্থ হচ্ছে- দুনিয়ায় কি করা হবে তা জানা নেই'- যদি এ অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহলেও আয়াত মানসূখ বা রহিত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে তাও বলে দিয়েছেন এ আয়াত দু'টিতে- لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ও مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ - [অর্থাৎ ১) "এ জন্য যে, তিনি সেটাকে (দ্বীন-ইসলাম) সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন।" এবং ২) "আল্লাহ্‌র এ শান নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন, অথচ আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন!"]

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হুযূরের সাথে ও হুযূরের উম্মতের সাথে ঘটবে-এমন সব বিষয় সম্পর্কে

অবহিত করেছেন– চাই তা দুনিয়ার বিষয়াদি হোক, অথবা আখিরাতের হোক।

তিন) আর যদি دِرَايَت (اَدْرِىْ ক্রিয়াপদের মূল)-এর অর্থ ادراك بالقياس বা 'বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে জানা' গ্রহণ করা হয়, তাহলে বিষয়বস্তু আরো অধিক সুস্পষ্ট। তখন আয়াতকে এর পরবর্তী বাক্য সমর্থন করবে। আল্লামা নিশাপুরী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এতে নিজে নিজে সত্ত্বাগতভাবে (ذاتى) জেনে নেয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, ওহী দ্বারা জানার কথা অস্বীকার করা হয়নি।"

يُوْحٰىٓ اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑨

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑩

প্রতি ওহী করা হয় (২৪) এবং আমি নই, কিন্তু সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

১০. আপনি বলুন, 'ভালো, দেখোতো! যদি ঐ ক্বোরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে হয়, আর তোমরা তা অস্বীকার করো, উপরন্তু বনী ইস্রাঈলের একজন সাক্ষী (২৫) সেটার উপর সাক্ষী দিলো (২৬), অতঃপর সে ঈমান আনলো আর তোমরা করলে অহংকার (২৭)! নিশ্চয় আল্লাহ্ পথ প্রদান করেন না যালিমদেরকে।'

রুকূ' – দুই

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ⑪

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ⑫

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ⑬

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑭

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا حَتّٰٓى

১১. এবং কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বললো, 'যদি তাতে (২৮) কিছু মঙ্গল থাকতো, তবে এরা (২৯) আমাদের পূর্বে এ পর্যন্ত পৌঁছে যেতো না (৩০)।' এবং যখন তারা সৎপথ প্রাপ্ত হলো না, তখন অনতিবিলম্বে (৩১) বলবে, 'এটা পুরানা অপবাদ।'

১২. এবং এর পূর্বে রয়েছে মূসার কিতাব (৩২) পেশোয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ এবং এ কিতাব সত্যায়নকারী (৩৩), আরবী ভাষায়, যাতে যালিমদেরকে সতর্ক করে; এবং সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সুসংবাদ।

১৩. নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক, যারা বলেছে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্;' অতঃপর অটল থাকে (৩৪), না তাদের জন্য কোন ভয় আছে (৩৫), না আছে তাদের দুঃখ (৩৬)।

১৪. তারা জান্নাতবাসী, সর্বদা তাতে থাকবে, তাদের কৃতকর্মসমূহের পুরস্কার।

১৫. এবং আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন আপন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে। তার মাতা তাকে গর্ভে রেখেছে কষ্ট সহ্য করে এবং তাকে প্রসব করেছে কষ্ট সহ্য করে। আর তাকে বহন করে চলাফেরা করা ও তার দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে (৩৭); এ পর্যন্ত যে, যখন সে

টীকা-২৪. অর্থাৎ আমি যা কিছু জানি তা আল্লাহ্ তা'আলার শিক্ষা দানের মাধ্যমেই জানি।

টীকা-২৫. তিনি হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম; যিনি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং হুযূরের নবূয়তের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

টীকা-২৬. যে, ঐ ক্বোরআন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই

টীকা-২৭. এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত রয়েছো, সুতরাং তার পরিণাম কি হবে?

টীকা-২৮. অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের মধ্যে

টীকা-২৯. অর্থাৎ গরীব লোকেরা,

টীকা-৩০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা বলতো, "যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর দ্বীন সত্য হতো, তবে অমুক অমুক লোক সেটা আমাদের পূর্বে কিভাবে তা গ্রহণ করে নিলো?"

টীকা-৩১. গোঁড়ামীবশতঃ ক্বোরআন শরীফ সম্বন্ধে

টীকা-৩২. তাওরীত

টীকা-৩৩. পূর্ববর্তী কিতাবাদির,

টীকা-৩৪. আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ ও বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের উপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত,

টীকা-৩৫. ক্বিয়ামতে,

টীকা-৩৬. মৃত্যুর সময়।

টীকা-৩৭. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদকাল ছয় মাস। কেননা, যখন দুধ ছাড়ানোর সময়সীমা দু'বৎসর হলো, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (পূর্ণ দু'বছর), তখন গর্ভধারণের জন্য বাকী রইলো ছয় মাস। এটাই হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ, রাহিমাহুমাল্লাহু তা'আলার অভিমত। আর হযরত ইমাম সাহেব (ইমাম আ'যম) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মতে, স্তন্যপানের সময়সীমা আড়াই বৎসর বলে প্রমাণিত হয়।

এ মাস্‌আলার বিস্তারিত বিবরণ দলীলাদি সহকারে 'উসূল' শাস্ত্রের কিতাবাদিতে মওজুদ রয়েছে।

টীকা-৩৮. এবং বিবেক-বুদ্ধি ও ক্ষমতা মজবুত হয়। বস্তুতঃ এটা ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে অর্জিত হয়।

টীকা-৩৯. এ আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর বয়স বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা দু'বছর কম ছিলো। যখন হযরত সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বয়স আঠার বছর হলো, তখন তিনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ অবলম্বন করলেন। তখন হুযূরের পবিত্র বয়স ছিলো বিশ বছর।

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের এ বয়সের মধ্যেই তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামদেশের (সিরিয়া) সফর করেন। তাঁরা এক মান্‌যিলে যাত্রাবিরতি করলেন। সেখানে একটা কুলগাছ ছিলো। হুযূর বিশ্বকুল সরদার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সেটার ছায়ায় তাশরীফ রাখলেন। পার্শ্ববর্তী এলাকায় একজন 'রাহিব' (পাদ্রী) থাকতো। হযরত সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার নিকট গেলেন। 'রাহিব' তাঁকে বললো, "ঐ সম্মানিত ব্যক্তিটা কে, যিনি ঐ কুল গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছেন?" হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "তিনি মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম), আবদুল্লাহ্‌র পুত্র ও আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।"

'রাহিব' বললো, "আল্লাহ্‌রই শপথ, তিনি নবী। ঐ কুল গাছের ছায়ায় হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বসেন নি। তিনিই শেষ যমনার নবী।"

রাহিবের ঐ উক্তি হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অন্তরকে প্রভাবিত করলো। আর নবূয়তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে গেলো। আর তিনি পবিত্র সঙ্গ স্থায়ী ও সার্বক্ষণিকভাবে অবলম্বন করলেন। সফরে ও নিজ বাসভূমিতে কখনো তাঁর থেকে পৃথক হতেন না।

যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স মুবারক চল্লিশ বছর হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে স্বীয় নবূয়ত ও রিসালতের ঘোষণা দ্বারা ধন্য করলেন, তখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর উপর ঈমান আনলেন। তখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বয়স ছিলো আটত্রিশ বছর।

যখন হযরত সিদ্দীক্বে আকবরের বয়স চল্লিশ বছর হলো, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে এ প্রার্থনা করলেন–

টীকা-৪০. যে, আমাদের সবাইকে হিদায়ত করেছেন, ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন। হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিতার নাম 'আবূ ক্বাহাফাহ্' এবং মায়ের নাম 'উম্মুল খায়র'।

إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

আপন শক্তি পর্যন্ত পৌঁছলো (৩৮) এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলো (৩৯), তখন আরয করলো, 'হে আমার প্রতি পালক! আমার অন্তরে নিক্ষেপ করো যেন আমি তোমার ঐ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যা তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর করেছো (৪০) এবং আমি যেন ঐ কাজ করি, যা তোমার নিকট পছন্দনীয় হয় (৪১) এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতা রাখো (৪২)। আমি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি (৪৩) এবং আমি হলাম মুসলমান (৪৪)।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ

১৬. এরা হচ্ছে তারাই, যাদের সৎকর্মসমূহ আমি কবূল করবো (৪৫); এবং তাদের ত্রুটি-

টীকা-৪১. তাঁর এ দো'আও কবূল করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সৎকর্মরূপী এমন সম্পদ দান করেছেন যে, সমস্ত উম্মতের আমল তাঁর একটা আমলের সমান হতে পারে না। তাঁর সৎকর্মসমূহের মধ্যে একটা এ যে, নব মুসলিমগণ, যাঁরা ঈমান আনার কারণে কঠিন নির্যাতন ও কষ্টের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদেরকে তিনি মুক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্যতম। আর তিনি এ প্রার্থনাও করেছিলেন–

টীকা-৪২. এ প্রার্থনাও গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতা ও কল্যাণ রেখেছেন। তাঁর সমস্ত সন্তান মু'মিন। আর তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মর্যাদা তো এতোই উচ্চ ছিলো যে, সমস্ত নারীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাতা-পিতাও মুসলমান ছিলেন। আর তাঁর সাহেবজাদাগণ মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান এবং তাঁর সাহেবজাদীরা হযরত আয়েশা ও হযরত আসমা; তাছাড়া তাঁর পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান– তাঁরা সবাই মুসলমান ও 'সাহাবী' হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এমন ছিলেন না, যিনি এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন যে, তাঁর মাতা পিতাও সাহাবী, নিজেও সাহাবী, সন্তানগণও সাহাবী, পৌত্রও সাহাবী– চার ঔরশ পর্যন্ত সাহাবী হবার মর্যাদায় ধন্য হন।

টীকা-৪৩. প্রত্যেক বিষয়ে, যাতে তোমার সন্তুষ্টি থাকে

টীকা-৪৪. অন্তরেও, মুখেও।

টীকা-৪৫. সেগুলোর জন্য পুরস্কার দেবো;

টীকা-৪৬. পৃথিবীতে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় বাণীতে।

টীকা-৪৭. এতে কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়নি, বরং প্রত্যেক কাফিরের কথা বুঝানো হয়েছে, যে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ও মাতাপিতার অবাধ্য; আর তার মাতা-পিতা তাকে সত্য-দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়, কিন্তু সে তা অস্বীকার করতে থাকে।

টীকা-৪৮. তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে জীবিত হয়নি!

টীকা-৪৯. মাতা-পিতা

টীকা-৫০. মৃতকে জীবিত করার।

عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۭ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ڰ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ښ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَي النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾ ع

বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করবো- জান্নাতবাসীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে। ★ সত্য প্রতিশ্রুতি, যা তাদেরকে দেয়া হতো (৪৬)।

১৭. এবং ঐ ব্যক্তি যে আপন মাতা-পিতাকে বলেছে (৪৭), 'উহ্‌! তোমাদের দিক থেকে অন্তর বিরক্ত হয়ে গেছে। তোমরা কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যে, আমি পুনরায় জীবিত হবো; অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় গত হয়েছে (৪৮)?' আর তাদের উভয়ে (৪৯) আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করে- 'তোমার অনিষ্ট হোক! ঈমান আনো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য (৫০)।' অতঃপর সে বলে, 'এ'তো নয়, কিন্তু পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী।'

১৮. এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের উপর বাণী অবধারিত হয়েছে (৫১)- ঐসব দলের মধ্যে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে- জিন্‌ ও মানব। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।

১৯. এবং প্রত্যেকের জন্য (৫২) আপন আপন কর্মের স্তর রয়েছে (৫৩) এবং যাতে আল্লাহ্‌ তাদের কর্মসমূহ তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেন (৫৪); এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।

২০. এবং যে দিন কাফিরদেরকে আগুনের উপর পেশ করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা আপন অংশের পবিত্র বস্তুসমূহ আপন পার্থিব জীবনেই নিশ্চিহ্ন করে বসেছো এবং সেগুলো ভোগ করেছো (৫৫)। সুতরাং আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার শাস্তিই বিনিময়ে দেয়া হবে, শাস্তি তারই, যা তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং শাস্তি এই যে, তোমরা নির্দেশ অমান্য করতে (৫৬)।

টীকা-৫১. শাস্তির

টীকা-৫২. মু'মিন হোক কিংবা কাফির

টীকা-৫৩. অর্থাৎ বিভিন্ন মর্যাদা বা স্তর রয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ক্বিয়ামত-দিবসে জান্নাতের মর্যাদাসমূহ উঁচু হতে থাকবে এবং জাহান্নামের স্তরগুলো নীচু হতে থাকবে। সুতরাং যাদের আমল ভাল হয় তারা জান্নাতের সমুন্নত স্তরসমূহে থাকবে, আর যে কুফর ও পাপাচারের মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরগণকে, যথাক্রমে, আনুগত্য ও অবাধ্যতার পূর্ণ বিনিময় দেবেন;

টীকা-৫৫. অর্থাৎ আনন্দ ও আরাম-আয়েশ, যা তোমাদের পাওনা ছিলো সে সবই তোমরা দুনিয়ায় শেষ করে ফেলেছো। এখন তোমাদের জন্য আখিরাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- طَيِّبٰت দ্বারা শারীরিক শক্তি ও যৌবন বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে 'তোমরা আপন যৌবন ও আপন শক্তিকে দুনিয়াতেই কুফর ও পাপাচারের মধ্যে ব্যয় করে ফেলেছো।'

টীকা-৫৬. এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা পার্থিব আনন্দ ও আরাম-আয়েশ অবলম্বন করার কারণে কাফিরদেরকে তিরস্কার করেছেন। সুতরাং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হুযূরের সাহাবীগণ পার্থিব ভোগ-বিলাসের পথ পরিহার করেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফ পর্যন্ত হুযূরের পরিবারবর্গ কখনো যবের রুটি পর্যন্ত নিয়মিত দু'দিন আহার করেন নি। এটাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, পূর্ণ মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেতো, কিন্তু হুযূর (দঃ)-এর পবিত্রতম ঘরে আগুন জ্বলতো না। কয়েকটা মাত্র খেজুর ও পানির উপরই দিনাতিপাত করা হতো।

★ আল্লাহ্‌ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- (জালালাঈন)

রুকূ' – তিন

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۭ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِالْأَحْقَافِ
وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّىٓ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং স্মরণ করুন 'আদের সমগোত্রীয় লোক (৫৭)-কে, যখন সে তাদেরকে আহ্ক্বাফ-ভূমিতে সতর্ক করেছিলো (৫৮) এবং নিশ্চয় তার পূর্বেও সতর্ককারীগণ গত হয়েছে এবং তার পরেও এসেছে (এ বলে) যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদত করোনা। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।'

قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ
الصَّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾

২২. তারা বললো, 'তুমি কি এ জন্য এসেছো যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে নিবৃত্ত করবে? সুতরাং আমাদের উপর তা আনো (৫৯) যেটার আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও (৬০)।'

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم
مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. সে বললো (৬১), 'সেটার খবর তো আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে (৬২)। আমি তো তোমাদেরকে আপন প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাচ্ছি। হাঁ, আমার জানা মতে, তোমরা নিরেট অজ্ঞ লোক (৬৩)।'

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ
قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا
اسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর যখন তারা শাস্তি দেখতে পেলো– মেঘের মতো আসমানের পার্শ্বদেশে ঘনীভূত হয়ে আছে, তাদের উপত্যকার দিকে আসছে (৬৪), তখন তারা বললো, 'এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে' (৬৫)। 'বরং এতো তা-ই, যার জন্য তোমরা ত্বরা করছিলে– এক ঝড়, যার মধ্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি;

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا
يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. যা প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলে আপন প্রতিপালকের নির্দেশে (৬৬)।' অতঃপর তারা সকালে এমতাবস্থায় রয়ে গেলো যে, তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাসস্থানগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলোনা। আমি এভাবেই শাস্তি দিই অপরাধীদেরকে।

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً
فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ
وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ
بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে ঐ শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দিইনি (৬৭); এবং তাদের জন্য কান, চোখ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছি (৬৮); সুতরাং তাদের কান, চোখগুলো এবং হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি যখন তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো; এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিলো ঐ শাস্তি, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলতেন, ''আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়ে উত্তম খাদ্য আহার করতে পারতাম এবং তোমাদের চেয়ে উত্তম পোষাক পরিধান করতাম; কিন্তু আমি আপন সুখ-শান্তি আমার পরকালের জন্যই অবশিষ্ট রাখতে চাই।''

টীকা-৫৭. হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম

টীকা-৫৮. শির্ক থেকে; আর 'আহ্ক্বাফ' এক বালুকাময় উপত্যকা, যেখানে 'আদ-সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো।

টীকা-৫৯. ঐ শাস্তি,

টীকা-৬০. এ বিষয়ে যে, শাস্তি আগমনকারী।

টীকা-৬১. অর্থাৎ হূদ আলায়হিস্ সালাম,

টীকা-৬২. যে, আযাব কবে আসবে?

টীকা-৬৩. যে, শাস্তিতে ত্বরা করছো এবং শাস্তি সম্পর্কে জানোনা যে, তা কি জিনিষ?

টীকা-৬৪. এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ভূ-খণ্ডে বৃষ্টিপাত হয়নি। ঐ কালো মেঘ দেখে তারা খুশী হয়েছিলো।

টীকা-৬৫. হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম বলেন–

টীকা-৬৬. সুতরাং ঐ ঝড়ের শাস্তি তাদের নারী-পুরুষ, বয়োকনিষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ– সবাইকে ধ্বংস করেছিলো। তাদের ধন-সম্পদ আসমান ও যমীনের মধ্যখানে– মহাশূন্যে উড়তে ও ঘুরপাক খেতে থাকলো। সব কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম নিজের ও তাঁর উপর যারা ঈমান এনেছিলো তাদের চতুর্পার্শে একটা রেখা টেনে দিয়েছিলেন। বাতাস যখন ঐ রেখাটার অভ্যন্তরে আসতো, তখন তা অতি মৃদু, পবিত্র, মনোরম ও শীতল হয়ে যেতো। আর একই বাতাস তাঁর সম্প্রদায়ের উপর কঠোর, অসহনীয় ও ধ্বংসকারী হয়ে যেতো। বস্তুতঃ এটা হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের একটা মহান মু'জিযা ছিলো।

টীকা-৬৭. হে মক্কাবাসীরা! ঐসব লোক শক্তি, সম্পদ ও দীর্ঘায়ুতে তোমাদের চেয়ে অধিক ছিলো।

টীকা-৬৮. যাতে দ্বীনের কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু তারা দুনিয়া-অন্বেষণ ব্যতীত ঐ খোদাপ্রদত্ত নি'মাতসমূহকে দ্বীনের

কোন কাজেই লাগায়নি।

টীকা-৬৯. হে ক্বোরাঈশ বংশীয়গণ!

টীকা-৭০. যেমন- সামূদ, 'আদ ও লূত সম্প্রদায়গুলো

টীকা-৭১. কুফর ও অবাধ্যতা থেকে। কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি।

টীকা-৭২. এ কাফিরদের ঐ মূর্তিগুলো।

টীকা-৭৩. এবং যাদের সম্বন্ধে এরা বলতো যে, এসব মূর্তির পূজা করলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়।

টীকা-৭৪. এবং শাস্তি অবতীর্ণ হবার সময় কাজে আসেনি।

রুকূ' - চার

২৭. এবং নিশ্চয় আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (৬৯) তোমাদের আশে-পাশের জনপদগুলোকে (৭০) এবং বিভিন্ন ধরণের নিদর্শন এনেছি যাতে তারা ফিরে আসে (৭১)।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. অতঃপর কেন সাহায্য করেনি তাদেরকে (৭২) যে গুলোকে তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নৈকট্য লাভের নিমিত্ত খোদা স্থির করে রেখেছিলো (৭৩)? বরং তারা তাদের থেকে হারিয়ে গেছে (৭৪)। এবং এটা তাদের অপবাদ ও মনগড়া কথা মাত্র (৭৫)

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. এবং যখন আমি আপনার প্রতি কতগুলো জিন্‌কে ফেরালাম (৭৬) যারা কান লাগিয়ে ক্বোরআন শুনছিলো; অতঃপর যখন সেখানে হাযির হলো তখন পরস্পরের মধ্যে বললো, 'চুপ থাকো (৭৭)!' অতঃপর যখন পাঠ করা সমাপ্ত হলো, তখন আপন সম্প্রদায়ের দিকে সতর্ককারী হয়ে ফিরে গেলো (৭৮)।

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. তারা বললো, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটা কিতাব শুনেছি (৭৯) যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে (৮০), পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে, সত্য ও সরল পথ প্রদর্শকরূপে।

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

টীকা-৭৫. যে, তারা ঐসব মূর্তিকে উপাস্য বলে থাকে এবং মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম স্থির করে।

টীকা-৭৬. অর্থাৎ হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আমি আপনার প্রতি জিন্‌দের একটা দলকে প্রেরণ করেছি, আর ঐ দলের জিন্‌দের সংখ্যা কত ছিলো সে সম্পর্কে মতভেদ আছেঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন- 'তারা সাতটা জিন্ ছিলো; যাদেরকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গাম বাহকরূপে নিয়োজিত করেছিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা সংখ্যায় নয়জন ছিলো। অভিজ্ঞ আলিমদের এতেই ঐকমত্য রয়েছে যে, জিন্ জাতির সবাই শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট (مكلف)। এখন ঐসব জিনের অবস্থা বিবৃত হচ্ছে যে, যখন হুযূর (দঃ) 'বত্বনে নাখলাহ্'তে, মক্কা মুকাররামাহ্ ও তায়েফের মধ্যখানে, মক্কা মুকাররামাহ্‌য় আসার পথে আপন সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন, তখন জিনেরা-

টীকা-৭৭. যাতে ভালভাবে হযরতের ক্বিরআত (ক্বোরআন পাঠ) শুনতে পারো।

টীকা-৭৮. অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনে হুযূরের নির্দেশে আপন সম্প্রদায়ের দিকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য গিয়েছিলো এবং তাদেরকে ঈমান না আনা ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা থেকে সতর্ক করেছিলো।

টীকা-৭৯. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-৮০. 'আতা বলেছেন- যেহেতু ঐ জিনগুলো ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত ছিলো, সেহেতু তারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের কথা উল্লেখ করেছিলো এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের কিতাবের নাম নেয়নি।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন- হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের কিতাবের নাম না নেয়া'র কারণ এ যে, তাতে শুধু উপদেশাবলী'ই রয়েছে, শরীয়তের বিধি-বিধান খুবই কম।

وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

আহ্বানকারীরই (৮১) কথা মেনে নাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করবেন (৮২) এবং তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং যে আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর কথা অমান্য করে সে পৃথিবীতে আয়ত্ত্ব থেকে বের হয়ে যেতে পারে না (৮৩) এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে তার কোন সাহায্যকারী নেই (৮৪), তারা (৮৫) সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা (৮৬) কি জানেনি যে, ঐ আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হননি, মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। কেন নন? নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে পারেন।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং যে দিন কাফিরদেরকে আগুনের উপর পেশ করা হবে, তখন তাদেকে বলা হবে, 'এটা কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'কেন নয়? আমাদের প্রতিপালকের শপথ!' বলা হবে, 'সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো–প্রতিফল আপন কুফরের (৮৭)।'

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমনিভাবে সাহসী রসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছেন (৮৮) এবং তাদের জন্য ত্বরা করবেন না (৮৯); যেন তারা, যেদিন দেখবে সেটাকে (৯০), যার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (৯১), 'দুনিয়ায় অবস্থান করেনি, কিন্তু দিনের এক ঘন্টা পরিমাণ মাত্র। এটা একটা প্রচার (৯২)। সুতরাং কে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে? কিন্তু নির্দেশ অমান্যকারী লোকেরাই (৯৩)। ★

টীকা-৮১. বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৮২. যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে এবং যেগুলোর মধ্যে বান্দাদের হক বা প্রাপ্য নেই।

টীকা-৮৩. আল্লাহ্ তা'আলা থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারে না এবং তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে না।

টীকা-৮৪. যে তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-৮৫. যারা আল্লাহ্ তা'আলার আহ্বানকারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করে,

টীকা-৮৬. অর্থাৎ পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীরা

টীকা-৮৭. যা তোমরা দুনিয়ায় সম্পন্ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৮৮. আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনের উপর

টীকা-৮৯. শাস্তি তলব করার ক্ষেত্রে। কেননা, শাস্তি তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে।

টীকা-৯০. আখিরাতের শাস্তিকে,

টীকা-৯১. সুতরাং তারা সেটার দীর্ঘতা ও স্থায়িত্বের সামনে দুনিয়ার অবস্থানের সময়কে অতি সংক্ষিপ্ত মনে করবে এবং ধারণা করবে যে,

টীকা-৯২. অর্থাৎ এ ক্বোরআন এবং ঐ হিদায়ত ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, যেগুলো তাতে রয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার দিক থেকে প্রচারই।

টীকা-৯৩. যারা ঈমান ও আনুগত্যের গণ্ডির বাইরে। ★

****

★ 'সূরা আহ্ক্বাফ' সমাপ্ত।

সূরা মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সূরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩৮ রুকূ'-৪

রুকূ' - এক

১. যে সব লোক কুফর করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে (২), আল্লাহ্ তাদের কর্ম বিনষ্ট করেছেন (৩)।

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ①

২. এবং যেসব লোক ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং সেটারই প্রতি ঈমান এনেছে যা মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে (৪) আর সেটাই তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য; আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থাদি সুন্দর করে দিয়েছেন (৫)।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

৩. এটা এ জন্য যে, কাফিরগণ বাতিলের অনুসারী হয়েছে এবং ঈমানদারগণ সত্যের অনুসরণ করেছে, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (৬)। আল্লাহ্ মানুষের নিকট তাদের অবস্থাদি এভাবেই বর্ণনা করেন (৭)।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْبَٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَٰلَهُمْ ③

৪. সুতরাং যখন কাফিরদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয় (৮), তখন গর্দানসমূহে আঘাত করো (৯), শেষ পর্যন্ত যখন তাদেরকে খুব হত্যা করবে (১০), তখন শক্তভাবে বেঁধে নাও; অতঃপর, এরপরে ইচ্ছা করলে অনুগ্রহ পরবশ হয়ে ছেড়ে দাও, ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে নাও (১১); যে পর্যন্ত না যুদ্ধ আপন বোঝা রেখে দেয় (১২)। কথা (বিধান) হচ্ছে এটাই। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদের থেকে বদলা নিতেন (১৩), কিন্তু (১৪) এজন্য যে, তোমাদের মধ্যে

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَا۟

টীকা-১. 'সূরা মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাদানী; এ'তে চারটি রুকূ', আটত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ আটান্নটি পদ এবং দু'হাজার চারশ পঁচাত্তরটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ যে সব লোক নিজেরাও ইসলামে প্রবেশ করেনি এবং অন্যান্যদেরকেও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে,

টীকা-৩. যা কিছুই তারা করেছে- ক্ষুধার্তদের আহার্য দান করেছে, কিংবা বন্দীদেরকে রেহাই করেছে, অথবা গরীবদের সাহায্য করেছে, কিংবা মসজিদে হারাম অর্থাৎ কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজে কিছু সেবা করেছে- সবই বিনষ্ট হয়েছে। আখিরাতে সেগুলোর কোন সাওয়াবই নেই।

দাহ্‌হাক-এর অভিমত হচ্ছে- অর্থ এ যে, 'কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করেছিলো এবং ফন্দি এঁটেছিলো আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ সমস্ত কাজই ব্যর্থ করে দিয়েছেন।'

টীকা-৪. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক।

টীকা-৫. ধর্মীয় বিষয়াদিতে শক্তি দান করে এবং দুনিয়ায় তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁদেরকে সাহায্য করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, 'তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেন তাঁদের দ্বারা পাপকর্ম সম্পন্ন না হয়।'

টীকা-৬. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-৭. অর্থাৎ উভয় দলের কাফিরদের কর্ম নিষ্ফল আর ঈমানদারদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহও ক্ষমাযোগ্য।

টীকা-৮. অর্থাৎ যুদ্ধ হয়,

টীকা-৯. অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করো!

টীকা-১০. অর্থাৎ বহুল পরিমাণে হত্যা করতে থাকবে এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করার সুযোগ এসে যাবে,

টীকা-১১. উভয়ের মধ্যে ইখতিয়ার আছে;

মাস্‌আলাঃ মুশরিক বন্দীদের সম্পর্কে বিধান আমাদের নিকট এ যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা দাস করে রাখা হবে। অনুগ্রহ পরবশ হয়ে ছেড়ে দেয়া কিংবা মুক্তিপণ নেয়া- যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা 'বারাআত'-এর আয়াত اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১২. অর্থাৎ যুদ্ধ থেমে যায়। এভাবে যে, মুশরিকগণ আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

টীকা-১৩. যুদ্ধ ব্যতিরেকে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলে অথবা তাদের উপর পাথর বর্ষণ করে অথবা অন্য কোন পন্থায়,

টীকা-১৪. তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছি

টীকা-১৫. যুদ্ধে; যাতে নিহত মুসলমান পুরস্কার লাভ করে এবং কাফির লাভ করে শাস্তি।

টীকা-১৬. তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে দেবেন।

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ④

একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করবেন (১৫)। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে আল্লাহ্ কখনো তাদের কৃতকর্ম বিনষ্ট করবেন না (১৬)।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ⑤

৫. শীঘ্রই তাদেরকে সঠিক পথপ্রদান করবেন (১৭) এবং তাদের কাজ পরিশুদ্ধ করে দেবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ⑥

৬. এবং তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন, তাদেরকে সেটার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন (১৮)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑦

৭. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন (১৯) এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দিবেন (২০)।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑧

৮. এবং যারা কুফর করেছে, তবে তাদের উপর ধ্বংস অপতিত হোক এবং আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিন!

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ⑨

৯. এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট অপছন্দ হয়েছে যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন (২১); সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ⑩

১০. তবে কি তারা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের (২২) কেমন পরিণতি হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের উপর ধ্বংস আপতিত করেছেন (২৩) এবং ঐসব কাফিরের জন্যও এমন কতই রয়েছে (২৪)!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ⑪

১১. এটা (২৫) এ জন্য যে, মুসলমানদের প্রভু আল্লাহ্ এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।

রুকূ' - দুই

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ⑫

১২. নিশ্চয়, আল্লাহ্ প্রবেশ করাবেন তাদেরকেই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে বাগানসমূহে যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, আর কাফিরগণ ভোগ করছে ও আহার করছে (২৬) যেমন চতুষ্পদ জন্তু আহার করে (২৭); এবং আগুনই তাদের ঠিকানা।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ

১৩. এবং কত শহরই, যেগুলো ঐ শহর থেকে

শানে নুযূলঃ এ আয়াত উহুদ-দিবসে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন মুসলমান অধিক সংখ্যায় শহীদ ও আহত হন।

টীকা-১৭. উন্নত মর্যাদাসমূহের প্রতি

টীকা-১৮. তারা জান্নাতের বিভিন্ন গন্তব্যস্থানে এমন নবাগত ও অপরিচিত লোকদের ন্যায় পৌঁছবেনা যে, কোন স্থানে গেলে তাকে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে; বরং তারা পরিচিত লোকদের ন্যায় প্রবেশ করবে, স্বীয় মান্‌যিল ও বাসস্থানসমূহ চিনতে পারবে। আপন স্ত্রী ও সেবকদের জানতে পারবে। প্রত্যেক কিছুর অবস্থান তাদের জানা থাকবে। মনে হবে যেন তারা সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা।

টীকা-১৯. তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায়

টীকা-২০. যুদ্ধের ময়দানে, ইসলামের মুক্তি প্রমাণের উপর এবং পুল-সিরাতের উপর

টীকা-২১. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক; কারণ, এ'তে কু-প্রবৃত্তি ও আরাম-আয়েশ পরিহার এবং ইবাদত-বন্দেগীতে কষ্ট সহ্য করার বিধানাবলী রয়েছে, যেগুলো রিপুর উপর কষ্টসাধ্য হয়।

টীকা-২২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর

টীকা-২৩. অর্থাৎ তাদেরকে, তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পদকে- সবই ধ্বংস করে দিয়েছেন।

টীকা-২৪. অর্থাৎ যদি এ কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান না আনে, তা'হলে তাদের জন্য পূর্ববর্তীদের মতো বহু ধরণের ধ্বংস রয়েছে।

টীকা-২৫. অর্থাৎ মুসলমানগণ বিজয়ী হওয়া ও কাফিরগণ পরাজিত হওয়া।

টীকা-২৬. পৃথিবীতে কিছুদিন অলসতা সহকারে, আপন পরিণাম ও ঠিকানার কথা ভুলে গিয়ে,

টীকা-২৭. এবং সেগুলোর মধ্যে এ বোধশক্তি থাকে না যে, এ আহারের পর সেগুলোকে যবেহ্ করা হবে। এ অবস্থা কাফিরদের, যারা অলসভাবে দুনিয়া অন্বেষণে মগ্ন হয়ে রয়েছে, আর আগমনকারী বিপদ-আপদের প্রতি খেয়ালই করেনা।

টীকা-২৮. অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌বাসীদের থেকে

টীকা-২৯. যে শাস্তি ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে।

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে হিজরত করলেন এবং গুহার দিকে তাশরীফ নিয়ে যান, তখন মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌র দিকে ফিরে এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার শহরগুলোর মধ্যে তুমি আল্লাহ্‌র খুবই প্রিয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার শহরগুলোর মধ্যে তুমি আমার নিকট খুবই প্রিয়। যদি মুশ্‌রিকগণ আমাকে বের না করতো, তাহলে আমি তোমার থেকে বের হতাম না।" এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেছেন।

هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

(২৮) শক্তিতে অধিক ছিলো, যা আপনাকে আপনার শহর থেকে বের করেছে! আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। সুতরাং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (২৯)।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾

১৪. তবে কি যে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় (৩০) সে তারই (৩১) মতো হবে, যার মন্দ কাজকে তার জন্য সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে এবং যারা আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে (৩২)?

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৫. ঐ জান্নাতের অবস্থাদির দৃষ্টান্ত, যার প্রতিশ্রুতি খোদাভীরুদের সাথে রয়েছে; তাতে এমন পানির নহরসমূহ রয়েছে যা কখনো বিকৃত হবে না (৩৩) এবং এমন দুধের নহরসমূহ রয়েছে, যার স্বাদ পরিবর্তিত হবে না (৩৪) আর এমন শরাবের নহরসমূহ রয়েছে, যা পানে আনন্দ আছে (৩৫) এবং এমন মধুর নহরসমূহ রয়েছে, যাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে (৩৬) আর তাদের জন্য তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল রয়েছে এবং আপন প্রতিপালকের ক্ষমা (৩৭); এমন শান্তির উপযোগীরাও কি তাদেরই সমান হয়ে যাবে, যাদেরকে সর্বদা আগুনে থাকতে হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়িকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে?

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

১৬. এবং ঐসব (৩৮)-এর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক আপনার বাণী শ্রবণ করে (৩৯); এ পর্যন্ত যে, যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায় (৪০), তখন জ্ঞানসম্পন্নদেরকে বলে

টীকা-৩০. এবং তারা হচ্ছেন মু'মিনগণ, যাঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক শক্তিসমূহের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা স্বীয় ধর্মের উপর পূর্ণ ইয়াক্বীন ও সত্য বিশ্বাস পোষণ করেন।

টীকা-৩১. (অর্থাৎ) ঐ কাফির-মুশরিক-এর

টীকা-৩২. এবং যারা কুফর ও মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছে। কখনো ঐ মু'মিন ও এ কাফির সমান হতে পারে না এবং ঐ দু' এর মধ্যে কোন সম্বন্ধই নেই।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ এমনই সুস্বচ্ছ ও নির্মল যে, না পঁচে যায়, না সেটার গন্ধ পরিবর্তিত হয়, না সেটার স্বাদে কোনরূপ বিকৃতি ঘটে

টীকা-৩৪. কিন্তু দুনিয়ার দুধ তার বিপরীত। অর্থাৎ তা খারাপ হয়ে যায়।

টীকা-৩৫. শুধু স্বাদই স্বাদ; না দুনিয়ার শরাবের মতো সেটার স্বাদ খারাপ, না আছে তাতে কোন ময়লা-আবর্জনা, না আছে কোন খারাপ বস্তুর মিশ্রণ; না পঁচন ঘটিয়ে তা তৈরী করা হয়েছে, না তা পান করলে বিবেকশক্তির পতন ঘটে, না মাথা ঘুরায়, না মাতলামী আসে, না মাথাব্যথা সৃষ্টি হয়- এ সব অবাঞ্ছিত অবস্থা পৃথিবীর শরাবেই রয়েছে। কিন্তু সেখনাকার (বেহেশ্‌ত) শরাব এসব দোষ থেকে পবিত্র। তা অতীব সুস্বাদু, আনন্দদায়ক ও পছন্দনীয়।

টীকা-৩৬. সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ পরিষ্কার রূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার মধুর মতোনয়, যা মৌমাছির পেট থেকে বের হয় এবং তাতে মোম ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকে।

টীকা-৩৭. যে, ঐ প্রতিপালক তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের দায়িত্ব থেকে সমস্ত বাধ্যতামূলক বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যা ইচ্ছা হবে আহার করবেন, যতটুকু ইচ্ছা হবে খাবেন। না হিসাব-নিকাশ, না শাস্তি।

টীকা-৩৮. কাফিরগণ

টীকা-৩৯. খোত্‌বা ইত্যাদিতে অতি অমনোযোগ সহকারে;

টীকা-৪০. এ মুনাফিক লোকেরাতো

টীকা-৪১. অর্থাৎ জ্ঞানী সাহাবীদেরকে; যেমন ইবনে মাস্‌ঊদ, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম, ঠাট্টা-বিদ্রূপবশতঃ।

টীকা-৪২. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্‌ তা'আলা ঐসব মুনাফিক সম্পর্কে এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তারা যখন সত্যের অনুসরণ পরিহার করেছে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে মৃত করে দিয়েছেন।

টীকা-৪৪. এবং তারা মুনাফিকী অবলম্বন করেছে।

مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۟ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿۱۶﴾

(৪১), 'এখনই তিনি কী বললেন (৪২)?' এরা হচ্ছে তারাই, যাদের অন্তরসমূহের উপর আল্লাহ্‌ মোহর করে দিয়েছেন (৪৩) এবং আপন খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়েছে (৪৪)।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿۱۷﴾

১৭. এবং যেসব লোক সৎপথ পেয়েছে (৪৫) আল্লাহ্‌ তাদের হিদায়ত (৪৬) আরো অধিকভাবে করেছেন এবং তাদের পরহেয্‌গারী তাদেরকে দান করেছেন (৪৭)।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿۱۸﴾

১৮. সুতরাং তারা কিসের অপেক্ষায় রয়েছে (৪৮)? কিন্তু ক্বিয়ামতের যে, তা তাদের উপর হঠাৎ এসে পড়বে। সেটার নিদর্শনসমূহ তো এসেই গেছে (৪৯); অতঃপর যখন তা এসে পড়বে, তখন কোথায় হবে তারা, আর কোথায় তাদের বুঝ!

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿۱۹﴾ ع

১৯. সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই এবং হে মাহবূব! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের পাপরাশির ক্ষমা-প্রার্থনা করুন (৫০)! এবং আল্লাহ্‌ জানেন তোমাদের দিনের বেলায় চলাফেরা করা (৫১) ও রাত্রি বেলায় তোমাদের বিশ্রাম গ্রহণ করা (৫২)।

রুকূ' – তিন

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿۲۰﴾

২০. এবং মুসলমানগণ বলে, 'কোন সূরা কেন অবতীর্ণ হয়নি (৫৩)?' অতঃপর যখন কোন পাকা-পোক্ত সূরা অবতীর্ণ হলো (৫৪) এবং তাতে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আপনি দেখবেন তাদেরকে, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে (৫৫) যে, আপনার প্রতি (৫৬) তারই মতো তাকায়, যার উপর মৃত্যুর ছায়া ছাইয়ে গেছে। সুতরাং তাদের জন্য উত্তম ছিলো–

টীকা-৪৫. অর্থাৎ ঐ ঈমানদারগণ, যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাণী মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছেন এবং তা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ও বক্ষ সম্প্রসারণ

টীকা-৪৭. অর্থাৎ খোদা-ভীরুতার শক্তি দিয়েছেন এবং এর উপর সাহায্য করেছেন।

অথবা অর্থ এ যে, তাঁদেরকে খোদা-ভীরুতার পুরস্কার দিয়েছেন এবং সেটার সাওয়াব দান করেছেন।

টীকা-৪৮. (অর্থাৎ) কাফিরগণ ও মুনাফিকগণ।

টীকা-৪৯. যেগুলোর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকত সহকারে প্রেরিত হওয়া এবং চন্দ্র-বিদীর্ণ হওয়া অন্যতম।

টীকা-৫০. এটা এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমায়েছেন যেন তাদের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করেন। বস্তুতঃ তিনি সুপারিশকারী, তাঁর সুপারিশ গ্রহণীয়। এরপর ঈমানদারগণ ও ঈমানহীন– সবাইকে নির্বিশেষে সম্বোধন করা হয়েছে।

টীকা-৫১. নিজেদের কাজকর্মে ও জীবিকার্জনের কর্মসমূহে

টীকা-৫২. অর্থাৎ তিনি তোমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়।

টীকা-৫৩. শানে নুযূলঃ মু'মিনদের মনে আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে জিহাদ করার প্রতি অতি আগ্রহ ছিলো। তাঁরা বলতেন, "এমন সূরা কেন অবতীর্ণ হয়না, যাতে জিহাদের নির্দেশ থাকে? তাহলে আমরা জিহাদ করতাম।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৫৪. যার মধ্যে সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন বিবরণ থাকে এবং সেটার কোন নির্দেশ রহিত হবার মতো হয়না।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ মুনাফিকরদেরকে

টীকা-৫৬. দুঃখিত হয়ে

টীকা-৫৭. আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলের

টীকা-৫৮. এবং জিহাদ ফরয করে দেয়া হয়েছে;

টীকা-৫৯. ঈমান ও আনুগত্যের উপর স্থির থেকে,

টীকা-৬০. ঘুষ নেবে, যুলুম করবে, পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে, একে অপরকে হত্যা করবে

২১. আনুগত্য করা (৫৭) এবং উত্তম কথা বলা। অতঃপর যখন আদেশ ঘোষিত হলো (৫৮); সুতরাং যদি আল্লাহ্র সাথে সত্যবাদী থাকতো (৫৯), তবে তাদের জন্য মঙ্গল ছিলো।

২২. তবে কি তোমাদের এ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতা লাভ করো তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াবে (৬০) এবং আপন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

২৩. এরা হচ্ছে ঐসব লোক (৬১), যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদেরকে সত্য থেকে বধির করে দিয়েছেন, আর তাদের চক্ষুগুলোকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দিয়েছেন (৬২)।

২৪. তবে কি তারা ক্বোরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না (৬৩)? কিন্তু কোন কোন অন্তরের উপর সেগুলোর তালা লেগেছে (৬৪)।

২৫. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা নিজেদের পেছনের দিকে ফিরে গেছে (৬৫) এরপর যে, হিদায়ত তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছিলো (৬৬), শয়তান তাদেরকে ধোকা দিয়েছে (৬৭) এবং তাদেরকে দুনিয়ায় দীর্ঘকাল অবস্থান করার আশা দিয়েছে (৬৮)।

২৬. এটা এ জন্য যে, তারা (৬৯) বলেছে ঐ সমস্ত লোককে (৭০), যাদের নিকট আল্লাহ্র অবতীর্ণ (৭১) অপছন্দনীয়, 'কোন কোন কাজে আমরা আপনার কথা মানবো (৭২)।' এবং আল্লাহ্ তাদের গোপন বিষয় জানেন।

২৭. সুতরাং কেমন হবে যখন ফিরিশ্তাগণ তাদের প্রাণ হনন করবে তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে মারতে মারতে (৭৩)।

২৮. এটা এ জন্য যে, তারা এমন সব কথার অনুসারী হয়েছে, যা'তে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি রয়েছে (৭৪)

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰٓى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ أَسْخَطَ اللّٰهَ

টীকা-৬১. ফ্যাসাদকারী,

টীকা-৬২. যে, সৎপথ দেখে না।

টীকা-৬৩. যাতে সত্য চিনতে পারে?

টীকা-৬৪. কুফরের। ফলে সত্যের বাণী সে গুলোকে স্পর্শই করতে পারছে না।

টীকা-৬৫. মুনাফিকীবশতঃ

টীকা-৬৬. এবং হিদায়তের পথ সুস্পষ্ট হয়েছে। হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "এটা কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরদের অবস্থা, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরিচয় লাভ করেছে এবং হুযূরের প্রশংসা ও গুণাবলী তাদের কিতাবে দেখেছে। অতঃপর জানা ও চেনা সত্ত্বেও কুফর অবলম্বন করেছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা, দাহ্হাক ও সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- 'এতে মুনাফিকদের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা ঈমান এনে কুফরের দিকে ফিরে গেছে।'

টীকা-৬৭. এবং মন্দকার্যাদিকে তাদের দৃষ্টিতে এমনই সুশোভিত করে দেখিয়েছে যেন তারা সে গুলোকে ভালো মনে করে।

টীকা-৬৮. যে, এখনো দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, দুনিয়ার স্বাদ খুব গ্রহণ করো। বস্তুতঃ তাদের উপর শয়তানের চক্রান্ত কার্যকর হয়েছে।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ কিতাবীগণ অথবা মুনাফিকগণ গোপনভাবে

টীকা-৭০. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে,

টীকা-৭১. ক্বোরআন ও ধর্মীয় বিধানাবলী

টীকা-৭২. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতা এবং হুযূরের বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য করার মধ্যে এবং লোকদেরকে জিহাদ থেকে

নিবৃত্ত রাখার ক্ষেত্রে।

টীকা-৭৩. লৌহ নির্মিত গদাসমূহ দ্বারা।

টীকা-৭৪. আর ঐসব কথা হচ্ছে- "রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে যেতে বাধা প্রদান করা এবং কাফিরদের সাহায্য

করা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, "ঐ সব কথা হচ্ছে তাওরীতের ঐ সমস্ত বিষয়বস্তুকে গোপন করা, যে গুলোর মধ্যে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা রয়েছে।"

টীকা-৭৫. ঈমান ও আনুগত্য এবং মুসলমানদের সাহায্য আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে হাযির হওয়া

টীকা-৭৬. মুনাফিক্বীর

টীকা-৭৭. অর্থাৎ তাদের ঐসব শত্রুতা, যা তারা মু'মিনদের প্রতি রাখে?

টীকা-৭৮. হাদীসঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন মুনাফিক গোপন থাকে নি। তিনি সবাইকে তাদের আকৃতি দেখেই চিনতে পারতেন।

টীকা-৭৯. এবং তারা আপন অন্তরের অবস্থা তাঁর (দঃ) নিকট থেকে গোপন করতে পারবে না। সুতরাং এরপর যে মুনাফিকই তার ওষ্ঠদ্বয় নাড়াচাড়া করতো, হুযূর তার মুনাফিকীকে তার কথাবার্তা এবং বাচনভঙ্গি থেকেই চিনে ফেলতেন।

বিশেষদ্রষ্টব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান দান করেছেন। সেগুলোর মধ্যে চেহারা দেখে চেনাও রয়েছে, কথাবার্তা থেকে চেনাও।

টীকা-৮০. অর্থাৎ আপন বান্দাদের সমস্ত কৃতকর্ম। প্রত্যেককে তার উপযোগী প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৮১. পরীক্ষায় ফেলবেন

টীকা-৮২. অর্থাৎ প্রকাশ করে দেবো-

টীকা-৮৩. যাতে এ কথা প্রকাশ পায় যে, আনুগত্য ও নিষ্ঠার দাবীতে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম!

টীকা-৮৪. তাঁর বান্দাদেরকে

টীকা-৮৫. এবং ঐ দান-দক্ষিণা ইত্যাদি- কোনটার সাওয়াব পাবে না। কেননা, যে কাজ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হয় না সেটার সাওয়াবই কিসের?

শানে নুযূলঃ বদরের যুদ্ধের জন্য যখন ক্বোরাইশরা বের হলো, তখন ঐ সালটা দুর্ভিক্ষেরই ছিলো। সৈন্য বাহিনীর খাবার ক্বোরাঈশ বংশীয় ধনী লোকেরা পালাক্রমে নিজেদের দায়িত্বে গ্রহণ করলো। মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম খাবার আবূ জাহলের পক্ষ থেকে ছিলো। এ উপলক্ষে সে দশটা উট যবেহ করেছিলো। অতঃপর সাফ্‌ওয়ান 'উস্‌ফান' নামক স্থানে নয়টা উট; অতঃপর সাহ্‌ল 'ক্বাদীদ'-এ দশটা উট। এখান থেকে ঐসব লোক সমুদ্রের দিকে ফিরে গেলো এবং রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলো। একদিন যাত্রাবিরতি করলো। সেখানে শায়বার পক্ষ থেকে খাবার পরিবেশিত হলো। নয়টা উট যবাই হলো। অতঃপর 'আব্‌ওয়া' নামক স্থানে পৌঁছলো। সেখানে মাক্বিস্ জাম্‌হী নয়টা উট যবেহ করেছিলো। হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) -এর পক্ষ থেকেও দাওয়াত হলো। তখনও পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হননি। তাঁর পক্ষ থেকেও মতান্তরে, দশটা উট যবেহ করা হলো। তারপর হারিসের পক্ষ থেকে নয়টা। আর আবুল বুখ্‌তারীর পক্ষ থেকে বদরের ঝর্ণার পাশে দশটা উট। এ সব খাদ্য সরবরাহকারীদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

এবং তাঁর সন্তুষ্টি (৭৫) তাদের নিকট পছন্দনীয় হয়নি; সুতরাং তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

রুকূ' - চার

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯. যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে (৭৬) তারা কি এ ধারণায় রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের গোপন বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না (৭৭)?

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদেরকে দেখাতাম যাতে আপনি তাদের আকৃতি দ্বারা চিনে নিতেন (৭৮)। এবং নিশ্চয় আপনি তাদেরকে কথাবার্তার ভঙ্গিতেই চিনে নেবেন (৭৯)। আর আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জানেন (৮০)।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

৩১. এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো (৮১) এই পর্যন্ত যে, দেখে নেবো (৮২) তোমাদের জিহাদকারীদেরকে ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং তোমাদের সংবাদগুলোরও পরীক্ষা করে নেবো (৮৩)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

৩২. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কুফর করেছে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে (৮৪) এবং রসূলের বিরোধিতা করেছে এরপর যে, হিদায়ত তাদের উপর প্রকাশ পেয়েছিলো, তারা কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং খুব শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন (৮৫)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ

৩৩. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য

টীকা-৮৬. অর্থাৎ ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।

টীকা-৮৭. 'রিয়া' অথবা মুনাফিকীর মাধ্যমে।

শানে নুযূলঃ কোন কোন লোকের ধারণা ছিলো যে, 'যেমন শির্কের কারণে সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, তেমনি ঈমানের বরকতে কোন পাপও ক্ষতি করতে পারে না।' তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, মু'মিনের জন্য আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করা বিশেষ জরুরী। পাপ থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াতে কর্ম বাতিল করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ যেই কর্ম আরম্ভ করবে- চাই তা নফলই হোক কিংবা নামায অথবা রোযা হোক, অথবা অন্য কিছু, তবে তা বাতিল না করাই অপরিহার্য হয়ে যায়। (অর্থাৎ আরম্ভ করে অসম্পূর্ণাবস্থায় ভঙ্গ না করে পরিপূর্ণ করাই আবশ্যক।)

টীকা-৮৮. **শানে নুযূলঃ** এ আয়াত 'ক্বালীব' (কূপ) -এ নিক্ষিপ্তদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। 'ক্বালীব' বদরেরই একটা কূপ ছিলো। সেটার মধ্যে নিহত কাফিরদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। যেমন আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গীরা। আর আয়াতের বিধান প্রত্যেক কাফিরের বেলায়ই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; যারা কুফরের উপরই মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করবেন না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং এই বিধানে সমস্ত মুসলমান শামিল রয়েছে।

করো এবং রসূলের নির্দেশ মান্য করো (৮৬) আর আপন কৃতকর্ম বাতিল করো না (৮৭)।

وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ۝٣٣

৩৪. নিশ্চয় যারা কুফর করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে অতঃপর কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তবে আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না (৮৮)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝٣٤

৩৫. সুতরাং তোমরা আলস্য করো না (৮৯); এবং আপনি সন্ধির দিকে আহ্বান করবেন না (৯০)! আর তোমরাই বিজয়ী হবে এবং আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন; আর তিনি কখনো তোমাদের কার্যাদিতে তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না (৯১)।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝٣٥

৩৬. দুনিয়ার জীবন তো এ খেলাধূলা মাত্র (৯২)। আর যদি তোমরা ঈমান আনো এবং পরহেয্‌গারী অবলম্বন করো, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সাওয়াব দান করবেন এবং কিছুই তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের সম্পদ চাইবেন না (৯৩)।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝٣٦

৩৭. যদি তিনি সেগুলো (৯৪) তোমাদের নিকট তলব করেন এবং বেশীই তলব করেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং ঐ কার্পণ্য তোমাদের অন্তরসমূহের আবর্জনাকে প্রকাশ করে দেবে।

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ۝٣٧

৩৮. হাঁ, হাঁ, এই যে তোমরা! তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এ'জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۤءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

টীকা-৮৯. অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলায় দুর্বলতা প্রদর্শন করো না।

টীকা-৯০. কাফিরদেরকে।

'খোরতাবী'র মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আয়াতের বিধানে আলিম ব্যক্তিবর্গের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা আয়াত وَاِنْ جَنَحُوْا - এর রহিতকারী। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করেছেন, যখন সন্ধির প্রয়োজন না হয়।

কোন কোন আলিমের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত রহিত হয়েছে। আর আয়াত- وَاِنْ جَنَحُوْا হচ্ছে এর রহিতকারী।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত 'মুহকাম' (অর্থাৎ এমন আয়াত যার অর্থ যেমন সুস্পষ্ট, তেমিনভাবে তা কখনো রহিত হবারও নয়)। আর আয়াত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

অন্য এক অভিমত এ যে, আয়াত وَاِنْ جَنَحُوْا -এর বিধান এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে খাস। আর এ আয়াত হচ্ছে ব্যাপক (عام)। কাফিরদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়, কিন্তু প্রয়োজন হলে, যখন মুসলমান দুর্বল হয় এবং মুকাবিলা করতে পারে না।

টীকা-৯১. তোমাদেরকে কৃতকর্মের পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে দান করবেন।

টীকা-৯২. অতি তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তাতে মশগুল হওয়া কোন মতেই উপকারী নয়।

টীকা-৯৩. হাঁ, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেবেন, যাতে তোমরা সেটার সাওয়াব লাভ করতে পারো।

টীকা-৯৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদকে।

টীকা-৯৫. যেখানে ব্যয় করা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

টীকা-৯৬. সাদক্বাহ্ দানে ও ফরয আদায় করার ক্ষেত্রে,

টীকা-৯৭. তোমাদের সাদক্বাহ্সমূহ ও আনুগত্যসমূহ থেকে,

টীকা-৯৮. তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি।

টীকা-৯৯. তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে,

টীকা-১০০. বরং অতিমাত্রায় অনুগত ও বাধ্য হবে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ফাত্হ' মাদানী। এতে চারটি রুকূ', উনত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ আটষট্টিটি পদ এবং দু'হাজার পাঁচশ উনষাটটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ إِنَّا فَتَحْنَا হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার সময় হুযূরের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে হুযূর অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সাহাবীগণ হুযূরকে মুবারকবাদ দেন। (বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ۝٣٨ ع

পথে ব্যয় করবে (৯৫)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কার্পণ্য করে এবং যে কেউ কার্পণ্য করে (৯৬), তবে সে স্বীয় আত্মার উপরই কার্পণ্য করে এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত (৯৭) আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী (৯৮)। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (৯৯), তবে তিনি তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না (১০০)। ★

সূরা ফাত্হ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা ফাত্হ মাদানী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৯ রুকূ'-৪

রুকূ' - এক

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١

১. নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি (২);

'হুদায়বিয়া' মক্কা মুকার্‌রামার নিকটবর্তী একটা কূপ।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা এ যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে, 'হুযূর আপন সাহাবীদের সঙ্গে নিরাপদে মক্কা মুক'র্‌রামায় প্রবেশ করেছেন– কেউ মাথা মুণ্ডানো অবস্থায়, কেউ মাথার চুল ছেঁটে। কা'বা মু'আয্‌যমায় প্রবেশ করেছেন। কা'বার চাবি গ্রহণ করেছেন। তাওয়াফ করেছেন। ওমরাহ্ পালন করেছেন।' সাহাবীদেরকে এ স্বপ্নের খবর দিলেন। সবাই আনন্দিত হলেন।

অতঃপর হুযূর ওমরাহ্ পালনের ইচ্ছা করলেন। আর এক হাজার চারশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে যিলক্বদ মাসের ১ম তারিখে (সন ৬ষ্ঠ হিজরী) রওনা হয়ে গেলেন। 'যুল হুলায়ফাহ্'-তে পৌছে সেখানে মসজিদে দু'রাক্'আত নামায পড়ে ওমরাহ্র ইহরাম পরিধান করলেন। আর হুযূরের সাথে অধিকাংশ সাহাবীও। কোন কোন সাহাবী জোহ্ফাহ্ থেকেই ইহরাম বেঁধেছিলেন।

পথিমধ্যে পানি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সাহাবীগণ আরয করলেন যে, পানি কাফেলার নিকট মোটেই অবশিষ্ট নেই, হুযূরের পাত্রে ব্যতীত। তা'তে সামান্যটুকু পানি অবশিষ্ট ছিলো। হুযূর উক্ত পাত্রে আপন বরকতময় হাত ডুবালেন। তখনই মুবারক আঙ্গুলগুলো থেকে পানির ফোয়ারা সজোরে প্রবাহিত হতে লাগলো। বাহিনীর সবাই পান করলেন, ওযূ করলেন।

যখন 'উস্ফান' নামক স্থানে পৌছলেন,তখন খবর এলো যে, ক্বোরাঈশের কাফিরগণ বিরাট আয়োজনের সাথে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

যখন হুদায়বিয়ায় উপনীত হলেন,তখন সেটার (কূপ) পানি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো; তাতে একটা মাত্র ফোঁটাও অবশিষ্ট রইলো না। গরম ছিলো একেবারে অসহনীয়। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কূপের মধ্যে কুল্লি ফেললেন। সেটার বরকতে কূপটি পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো। সবাই পান করলেন। উটগুলোকেও পান করালেন।

এখানে ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরদের অবস্থা জানার জন্য কয়েকজন লোককে পাঠানো হলো। সবাই গিয়ে এ কথা বর্ণনা করলেন যে, হুযূর ওমরাহ্র জন্যই তাশরীফ এনেছেন, যুদ্ধের ইচ্ছা নেই। কিন্তু তাতে তাদের বিশ্বাস হলো না।

★ 'সূরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)' সমাপ্ত।

শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের বড় নেতা ও আরবের অতি ধনী ব্যক্তি উর্ওয়াহ্ ইবনে মাস্'উদ সাক্বফীকে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করলো। তিনি এসে দেখলেন যে, 'হুযূর হস্ত মুবারক ধৌত করছেন। তখনই সাহাবীগণ 'তাবার্‌রুক' বা বরকত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হুযূরের ব্যবহৃত পবিত্র পানি সংগ্রহ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। কোথাও থুথু ফেলছেন, তখনই লোকেরা তা সংগ্রহ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যিনি তা সংগ্রহ করতে পেরেছেন তিনি তা আপন চেহারা ও শরীরের উপর বরকতের জন্য মালিশ করছেন। পবিত্রতম শরীরের কোন লোম পড়তে পারতো না। কখনো ঝরে পড়তেই সাহাবীগণ অতি আদব সহকারে সংগ্রহ করে নিচ্ছেন এবং আপন প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়রূপে সংরক্ষণ করছেন। যখনই হুযূর কথা বলতে আরম্ভ করছেন তখন সবাই নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছেন। হুযূরের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনার্থে কেউ আপন দৃষ্টিকে পর্যন্ত উপরের দিকে উঠাতে পারছেন না।'

উরওয়াহ্ ক্বোরাঈশের নিকট গিয়ে এ সব অবস্থা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, "আমি পারস্য, রোম ও মিশরের বাদশাহ্গণের দরবারে গিয়েছি। আমি কোন বাদশাহ্র ঐ সম্মান ও মহত্ব দেখিনি, যা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছে। আমি আশঙ্কা বোধ করছি যে, তোমরা তাঁর মুকাবিলায় কামিয়াব হতে পারবে না।" ক্বোরাঈশগণ বললো, "এমন কথা বলো না। আমরা তাঁদেরকে এ বৎসর ফেরত দেবো। তাঁরা আগামী বছর আসবেন।" উরওয়াহ্ বললেন, "আমি আশঙ্কা বোধ করছি যে, তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে।" এ কথা বলে তিনি আপন সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ ফিরে গেলেন। আর এ ঘটনার পর আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা দান করেছেন।

এখানেই হুযূর আপন সাহাবীদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তা 'বায়'আত-ই-রিদ্ওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। বায়'আত-এর সংবাদ শুনে কাফিরগণ ভীত হয়ে পড়লো এবং তাদের উপদেষ্টাগণ এটাই উত্তম মনে করলো যে, 'সন্ধি' করে নেয়া হোক।

সুতরাং 'সন্ধিপত্র' লিপিবদ্ধ করা হলো। আর পরবর্তী বৎসর হুযূরের আগমনের প্রস্তাব গৃহীত হলো। বস্তুতঃ এ 'সন্ধি' মুসলমানদের জন্য খুবই ফলপ্রসূ ও উপকারী হলো; বরং ফলাফলের দিক দিয়ে তা 'বিজয়' বলে প্রমাণিত হলো। এ কারণেই অধিকাংশ মুফাস্সির এ 'বিজয়' দ্বারা 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' বুঝিয়েছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির 'ইসলামের ঐ সমস্ত বিজয়' বুঝিয়েছেন, যেগুলো পরবর্তীতে সংগঠিত হবার ছিলো।

আর অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ (فَتَحْنَا) দ্বারা বর্ণনা করা সেই বিজয়গুলো নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার কথা বুঝানোর জন্যই। (খাযিন ও রূহুল বয়ান)

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝٢

২. যাতে আল্লাহ্ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের (৩) এবং আপন নি'মাতসমূহ আপনার উপর পরিপূর্ণ করে দেন (৪) আর আপনাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন (৫);

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝٣

৩. এবং আল্লাহ্ আপনাকে বড় ধরণের সাহায্য করেন (৬)।

هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْۤا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٤

৪. তিনিই হন, যিনি ঈমানদারদের অন্তরসমূহে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় (৭); এবং আল্লাহ্রই মালিকানাধীন সমস্ত বাহিনী আস্মানসমূহ ও যমীনের (৮); এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৯);

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٥

৫. যাতে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে বাগানসমূহে নিয়ে যান, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, তারা সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে; এবং তাদের পাপরাশি তাদের থেকে মোচন করে দেন। আর এটা আল্লাহ্র নিকট মহা সাফল্য।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ

৬. এবং শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক

টীকা-৩. এবং আপনা'রই কারণে উম্মতের গুনাহ্ ক্ষমা করেন। (খাযিন ও রূহুল বয়ান)

টীকা-৪. পার্থিবও, পরকালীনও।

টীকা-৫. রিসালতের প্রচার ও রাজ্যের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; (বায়দাভী)

টীকা-৬. শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেন।

টীকা-৭. এবং পাকাপোক্ত ধর্মীয় বিশ্বাস (عقيده) সত্ত্বেও অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়।

টীকা-৮. তিনি এর উপর ক্ষমতাবান যে, যার মাধ্যমেই ইচ্ছা করেন আপন রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করবেন।

'আস্মান ও যমীনের বাহিনী' দ্বারা হয়ত 'আস্মান ও যমীনের ফিরিশ্তাগণ' বুঝানো হয়েছে অথবা 'আস্মানসমূহের ফিরিশ্তাকুল ও যমীনের প্রাণীকুল' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯. তিনি মু'মিনদের অন্তরসমূহের প্রশান্তি দান এবং বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এ জন্যই দিয়েছেন-

টীকা-১০. যে, তিনি আপন রসূল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সাহায্য করবেন না।

টীকা-১১. শাস্তি ও ধ্বংসের

টীকা-১২. আপন উম্মতের কার্যাদি ও অবস্থাদির জন্য; যাতে ক্বিয়ামত-দিবসে সেগুলোর সাক্ষ্য দেন

টীকা-১৩. অর্থাৎ (তাওহীদ ও রিসালতের) স্বীকারোক্তিদাতা মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও অবাধ্যদেরকে দোযখের শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী।

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٦

নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে মন্দ ধারণা (১০)। তাদের উপর রয়েছে মহাবিপদ (১১) এবং আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের উপর অভিসম্পাত করছেন আর তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করেছেন এবং তা কতই মন্দ পরিণাম!

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٧

৭. এবং আল্লাহরই মালিকানাধীন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত বাহিনী এবং আল্লাহ্ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٨

৮. নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী (হাযির-নাযির) করে (১২) এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে (১৩);

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٩

৯. যাতে হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো এবং রসূলের মহত্ত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো আর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করো (১৪)!

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠

১০. ঐসব লোক, যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে (১৫) তারা তো আল্লাহ্‌রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে (১৬)। তাদের হাতগুলোর উপর (১৭) আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে (১৮); আর যে কেউ পূরণ করেছে ঐ অঙ্গীকারকে যা সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছিলো, তবে অতি সত্বর আল্লাহ্ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন (১৯)।

রুকূ' - দুই

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

১১. এখন আপনাকে, যেসব মরুবাসী পেছনে (ঘরে) রয়ে গিয়েছিলো (২০) তারা বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজনই আমাদেরকে যাওয়া থেকে বিরত

টীকা-১৪. 'সকালে পবিত্রতা ঘোষণা'র মধ্যে 'ফজরের নামায' এবং 'সন্ধ্যায় পবিত্রতা ঘোষণা'-এর মধ্যে অবশিষ্ট চার ওয়াক্ত নামায অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-১৫. 'এ বায়'আত' দ্বারা 'বায়'আত-ই-রিদ্ওয়ান' বুঝানো হয়েছে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় গ্রহণ করেছিলেন।

টীকা-১৬. কেননা, রসূলের হাতে বায়'আত গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই বায়'আত গ্রহণ করার শামিল, যেমনিভাবে রসূলের আনুগত্য করা আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করার শামিল।

টীকা-১৭. যেগুলো দ্বারা তাঁরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়'আত গ্রহণ করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন,

টীকা-১৮. এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অশুভ পরিণতি তাদেরই উপর বর্তাবে;

টীকা-১৯. অর্থাৎ হুদায়বিয়া থেকে তোমাদের ফিরে আসার সময়।

টীকা-২০. অর্থাৎ গিফার, মুযায়নাহ্, জুহায়নাহ্, আশ্জা' ও আস্লাম গোত্রের লোকেরা, যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়াহ্‌র বছর ওমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে মক্কা মুকার্‌রামা যাবার ইচ্ছা করলেন, তখন মদীনা মুনাওয়ারার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর লোকেরা ও মরুবাসীরা ক্বোরাঈশের ভয়ে হুযূরের সাথে যাওয়া থেকে বিরত রইলো; অথচ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে নিয়েছিলেন এবং ক্বোরবানীর পশুগুলোও হুযূরের সাথে ছিলো। এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট ছিলো যে, যুদ্ধের ইচ্ছা নেই। এতদসত্ত্বেও বহু সংখ্যক মরুবাসীর পক্ষে যাওয়াটা কষ্টকর ছিলো। আর তারা কাজের বাহানা করে (আপন আপন ঘরে) রয়ে গেলো। তাদের ধারণা এ ছিলো যে, ক্বোরাঈশ খুব শক্তিশালী। মুসলমানগণ তাদের থেকে রক্ষা পেয়ে আসতে পারবে না। সবাই সেখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবেন। এখন যখন আল্লাহ্‌র সাহায্যক্রমে, ঘটনা তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো, তখন তারা তাদের না যাওয়ার জন্য আফ্‌সোস করবে এবং ওযর পেশ করে ক্ষমা চাইবে।

টীকা-২১. 'কেননা, নারীগণ এবং ছোট শিশু ও ছেলেমেয়েরা একাকী ছিলো। তাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য কেউ ছিলো না। এ জন্য আমরা অপারগ ছিলাম।'

টীকা-২২. আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করলেন।

টীকা-২৩. অর্থাৎ তারা যেই ওযর-অজুহাত প্রকাশ করছে ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে তাতে তারা মিথ্যাবাদী।

فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

রেখেছে (২১)। এখন হুযূর! আমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন (২২)।' তাদের মুখেই ঐ কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই (২৩)। আপনি বলুন, 'সুতরাং আল্লাহ্‌র সামনে তোমাদের রক্ষার্থে কার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি তোমাদের অনিষ্ট চান অথবা তোমাদের মঙ্গলের ইচ্ছা করেন?' বরং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন।

১২. বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, রসূল ও মুসলমানগণ কখনো তাদের গৃহগুলোর দিকে ফিরে আসবে না (২৪) এবং সেটাকেই নিজেদের অন্তরসমূহের মধ্যে ভালো মনে করে বসেছিলে এবং তোমরা মন্দ ধারণাই পোষণ করেছো (২৫)। আর তোমরা ধ্বংস হবার লোক ছিলে (২৬)।

১৩. এবং যারা ঈমান আনে নি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর (২৭), নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছি।

১৪. এবং আল্লাহ্‌রই জন্য আস্‌মানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী; যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন (২৮), এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৫. এখন যারা পেছনে বসে আছে তারা বলবে (২৯), যখন তোমরা গণীমতের মাল নিতে যাবে (৩০), 'সুতরাং আমাদেরকেও তোমাদের পেছনে আসতে দাও (৩১)!' তারা চায় আল্লাহ্‌র বাণী বদলে ফেলতে (৩২)। আপনি বলুন, 'তোমরা কখনো আমাদের সাথে এসো না! আল্লাহ্ প্রথম থেকে এমনিই বলে দিয়েছেন (৩৩)।' সুতরাং তখন বলবে, 'বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছো (৩৪)।' বরং তারা কথা বুঝতো না (৩৫), কিন্তু স্বল্প কিছু (৩৬)।

টীকা-২৪. শত্রুরা তাদের সবাইকে সেখানেই শেষ করে ফেলবে

টীকা-২৫. কুফর ও বিপর্যয়ের, বিজয়ের এবং আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হবার

টীকা-২৬. আল্লাহ্‌র শাস্তির উপযোগী।

টীকা-২৭. এ আয়াতে এ মর্মে ঘোষণা রয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনেনি এবং তাঁদের মধ্যে কারো অস্বীকারকারী হয়, তারা কাফির।

টীকা-২৮. এ সবই তাঁর প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

টীকা-২৯. যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিতি থেকে বিরত থাকে। হে ঈমানদারগণ!

টীকা-৩০. খায়বারের,

এর ঘটনা এ ছিলো যে, যখন মুসলমানগণ 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' সম্পন্ন করে ফিরে আসলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে 'খায়বারের বিজয়' দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর সেখানকার গণীমতের মালগুলো হুদায়বিয়ায় যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁদের জন্যই খাস করে দেয়া হলো। যখন মুসলমানদের নিকট খায়বার অভিমুখে রওনা হবার সময় এসেছিলো, তখন ঐসব লোকের মনেও লোভের সঞ্চার হলো আর তারা গণীমতের লালসায় বললো,

টীকা-৩১. অর্থাৎ আমরাও তোমাদের সাথে খায়বারে যেতে চাই এবং যুদ্ধে শরীক হতে ইচ্ছুক। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান–

টীকা-৩২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি, যা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-কারীদের জন্য দিয়েছিলেন যে, 'খায়বারের গণীমত শুধু তাঁদেরই জন্য'।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ আমাদের মদীনায় আগমনের পূর্বে।

টীকা-৩৪. 'এবং এটা পছন্দ করছো না যে, আমরাও তোমাদের সাথে গণীমত লাভ করবো।' আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৩৫. দ্বীনের,

টীকা-৩৬. অর্থাৎ নিছক দুনিয়ার। এমনকি, তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তিও পার্থিব উদ্দেশ্যেই ছিলো এবং আখিরাতের বিষয়াদি মোটেই বুঝতো না। (জুমাল)

টীকা-৩৭. যারা বিভিন্ন গোত্রের লোক; আর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে, তাদের তাওবা করার আশা করা যায়। কিছু লোক এমনও আছে, যারা মুনাফিকীর মধ্যে অত্যন্ত পোকাপোক্ত ও কট্টর। তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করাই উদ্দেশ্য; যাতে তাওবাকারীরা এবং যারা তাওবা করেনা তাদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এ জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে বলে দিন–

টীকা-৩৮. ঐ সম্প্রদায় হচ্ছে বনী হা'নীফা, ইয়ামামার অধিবাসীগণ, যারা 'মুসায়লামা কায্যাব' (ভণ্ডনবী)-এর সম্প্রদায়ের লোক। তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধ করেছিলেন।

এটাও কথিত আছে যে, তারা হচ্ছে– পারস্য ও রোমবাসীগণ; যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আহ্বান করেছিলেন।

টীকা-৩৯. মাস্আলাঃ এ আয়াত মহান শায়খদ্বয়– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার খিলাফত বিশুদ্ধ হবা'র প্রমাণ। এ হযরতদ্বয়ের আনুগত্যের উপর জান্নাতের এবং তাঁদের বিরোধিতার উপর জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

১৬. ঐসব পেছনে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন (৩৭), 'অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে এক জঘন্য যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান করা হবে (৩৮) যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো! অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে। অতঃপর যদি তোমরা আদেশ মান্য করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন (৩৯)। আর যদি ফিরে যাও যেমন পূর্বে ফিরে গিয়েছিলে (৪০), তবে তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।'

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑯

১৭. অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নেই (৪১) এবং না খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন অপরাধ আছে এবং না ব্যাধিগ্রস্তের উপর জবাবদিহিতা আছে (৪২)। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করে, আল্লাহ্ তাকে বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; এবং যে ফিরে যাবে ((৪৩) তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑰

রুকূ' – তিন

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছিলো (৪৪)।

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

টীকা-৪০. হুদায়বিয়ার ঘটনায়,

টীকা-৪১. জিহা'দে অংশ গ্রহণ না করায়;

শানে নুযূলঃ যখন উপরোল্লেখিত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন যে সব লোক পঙ্গু ও ওযরসম্পন্ন ছিলো তারা আরয করলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের কি অবস্থা হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪২. যে, এ ওযর প্রকাশ্য। আর জিহাদে হাযির না হওয়া তাদের জন্য বৈধ। কেননা, এসব লোক না শত্রুদের উপর হামলা করার শক্তি রাখে, না শত্রুদের হামলা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার, আর না পলায়ন করার। তাদেরই বিধানের শামিল ঐসব বৃদ্ধ দুর্বল লোক, যাদের উঠাবসা করারও শক্তি নেই; অথবা যাদের হাঁফানী কিংবা কাশি-রোগ আছে, অথবা যাদের প্লীহা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে, যাদের চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। প্রকাশ থাকে যে, এসব ওযর জিহা'দ থেকে বিরত রাখে। এতদ্‌ব্যতীত, আরো বহু ওযর আছে। যেমন– শেষ পর্যায়ের দারিদ্র, সফরের জরুরী চাহিদা মেটাতে অপারগ হওয়া অথবা এমনসব জরুরী কাজ, যে গুলো সফরে বাধা দেয়; যেমন– এমন কোন অসুস্থ লোকের সেবা করা, যার সেবা করা তারই উপর অপরিহার্য এবং সে ব্যতীত ঐ সেবাকার্য সম্পন্ন করার জন্য কেউ থাকে না।

টীকা-৪৩. আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফর ও মুনাফিকীর উপর একগুঁয়ে হয়ে থাকবে।

টীকা-৪৪. হুদায়বিয়ায়। যেহেতু ঐসব বায়'আত গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেহেতু ঐ বায়'আতকে 'বায়'আত-ই-রিদ্ওয়ান' বলা হয়।

এ 'বায়'আত'-এর কারণ, বাহ্যিক কারণ হিসেবে এটাই ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়া থেকে হযরত ওসমান গণি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ক্বোরাঈশের অভিজাত লোকদের নিকট মক্কা মুকার্‌রামাহ্য় প্রেরণ করেছিলেন যেন তাদেরকে এ সংবাদ দেন যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বায়তুল্লাহ্' শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই ওমরাহ্ পালনের নিমিত্ত তাশরীফ আনয়ন করেছেন। তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য নেই। এ কথাও বলে দিয়েছিলেন যে, যেসব দুর্বল মুসলমান সেখানে ছিলো তাদেরকেও শান্তনা দেয়া হয় যে, অনতিবিলম্বে মক্কা মুকার্‌রামাহ্ বিজিত হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন দ্বীনকে বিজয়ী করবেন।

ক্বোরাঈশ এ কথার উপর একমত রইলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ বছর তো তাশরীফ আনবেন না এবং হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলে দিলো যে, "আপনি যদি কা'বা মু'আয্যমাহ্র তাওয়াফ করতে চান তবে করতে পারেন।" হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "এমন হতে পারে না যে, আমি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত তাওয়াফ করবো।" এ দিকে মুসলমানগণ বললেন, "হযরত ওস্মান গণি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বড়ই সৌভাগ্যবান, যিনি কা'বা মু'আয্যমায় পৌঁছেছেন ও তাওয়াফ করে ধন্য হয়েছেন।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমি জানি, তিনি আমাদের ছাড়া তাওয়াফ করবেন না।"

হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা মুআয্যমার দুর্বল মুসলমানদেরকে হুযূরের নির্দেশ মোতাবেক, বিজয়ের সুসংবাদও দিলেন। অতঃপর ক্বোরাঈশগণ হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আটকে রাখলো। এ দিকে এ খবর প্রসিদ্ধ হলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করা হয়েছে।

এতে মুসলমানগণ খুব উত্তেজিত হলেন। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিকট থেকে কাফিরদের মুকাবিলায় জিহাদের মধ্যে অবিচলিত থাকার উপর বায়'আত গ্রহণ করলেন। এই বায়'আত একটা বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের নীচে গ্রহণ করা হয়েছিলো, যাকে আরবে 'সামুরা' (سمرہ) বলা হয়। হুযূর আপন বরকতময় বাম হাত পবিত্রতম ও বরকতময় ডান হাতে নিলেন। আর এরশাদ ফরমালেন, "এটা ওস্মান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বায়'আত।" আরো এরশাদ ফরমালেন, "হে প্রতিপালক! ওস্মান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তোমার ও তোমার রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাজে নিয়োজিত আছেন।" এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, নবূয়তের আলো দ্বারা, জানা ছিলো যে, হযরত ওস্মান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হননি। সে কারণেই তো তাঁর বায়'আত নিয়েছিলেন।

মুশরিকগণ এ বায়'আতের খবর শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তারা হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পাঠিয়ে দিলো।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "যে সব লোক বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে কেউই দোযখে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম শরীফ) আর যেই বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিলো আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বৃক্ষকে অদৃশ্য করে ফেললেন। পরবর্তী বছর সাহাবীগণ বহু তালাশ করেও কেউ সেটার সন্ধান পাননি।

সুতরাং আল্লাহ্ জেনেছেন যা তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (৪৫)। অঃপর তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্র আগমনকারী বিজয়ের পুরস্কার দিয়েছেন (৪৬);	فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾
১৯. এবং বহুল পরিমাণে গণীমতের মাল (৪৭), যেগুলো তারা নেবে এবং আল্লাহ্ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।	وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾
২০. এবং আল্লাহ্ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন বহুল পরিমাণে গণীমতের, যা তোমরা গ্রহণ করবে (৪৮)। সুতরাং তোমাদেরকে এটা শীঘ্রই দান করেছেন এবং মানুষের (অনিষ্টের) হাত তোমাদের দিক থেকে রুখে দিয়েছেন (৪৯); এবং এ জন্য যে, ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন হবে (৫০) এবং তোমাদেরকে সরলপথ দেখাবেন (৫১);	وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾
২১. এবং আরো একটা (৫২), যা তোমাদের	وَّاُخْرٰى

টীকা-৪৫. সততা, নিষ্ঠা ও ওয়াদা পালন।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ খায়বার বিজয়ের; যা হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার ছয় মাস পর অর্জিত হয়েছিলো।

টীকা-৪৭. খায়বারের এবং খায়বারবাসীদের সম্পদ; যা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিতরণ করেছিলেন,

টীকা-৪৮. এবং তোমাদের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকবে।

টীকা-৪৯. যাতে তারা ভীত হয়ে তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। সেটার ঘটনা এ ছিলো যে, যখন মুসলমানগণ খায়বারের যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন, তখন খায়বারবাসীদের বন্ধুগোত্রদ্বয়– বনূ-আসাদ ও বনূ গাত্ফান চেয়েছিলো যে, মদীনা তৈয়্যবাহ্র উপর হামলা করে মুসলমানদের পরিবার-পরিজনকে লুণ্ঠন করে নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন এবং তাদের হাতগুলোকে রুখে দিলেন।

টীকা-৫০. এ 'গণীমত' প্রদান করা এবং শত্রুদের হাত রুখে দেয়া

টীকা-৫১. আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করা ও কর্ম তাঁরই প্রতি সোপর্দ করার; যার ফলে অন্তর্দৃষ্টি ও নিশ্চিত বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

টীকা-৫২. বিজয়

টীকা-৫৩. এটা দ্বারা হয়ত পারস্য ও রোমের গণীমতসমূহ বুঝানো হয়েছে অথবা খায়বারের; আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর মুসলমানেরাও বিজয় লাভে আশাবাদী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় দান করেছিলেন।

لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

ক্ষমতাধীন ছিলো না (৫৩), (তা) আল্লাহ্র করায়ত্বাধীন রয়েছে। এবং আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾

২২. এবং যদি কাফিরগণ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (৫৪), তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে মুকাবিলা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (৫৫), অতঃপর কোন রক্ষক ও সাহায্যকারী পাবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহ্র এ নিয়মই, যা পূর্ব থেকে চলে আসছে (৫৬); এবং কখনো আপনি আল্লাহ্র বিধানে পরিবর্তন পাবেন না।

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৪. এবং তিনিই হন, যিনি তাদের হাতকে (৫৭) তোমাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে প্রতিরুদ্ধ করেছেন মক্কার উপত্যকায় (৫৮) এরপর যে, তোমাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾

২৫. ঐসব (৫৯) হচ্ছে তারাই, যারা কুফর করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে (৬০) বাধা দিয়েছে এবং ক্বোরবানীর পশুগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে আপন স্থানে পৌঁছা থেকে (৬১)। এবং যদি এমন না হতো যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান নারী (৬২), যাদের সম্পর্কে তোমরা অবগত নও (৬৩), তাদেরকে তোমরা পদদলিত করবে (৬৪), অতঃপর তোমাদেরকে তাদের দিক থেকে অজ্ঞাতসারে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় স্পর্শ করবে, তবে আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতাম। তাদের এ পরিত্রাণ এ জন্য যে, আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে প্রবিষ্ট করেন যাকে চান। আর যদি তারা পৃথক হয়ে যেতো (৬৫), তবে অবশ্যই আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিতাম (৬৬)।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

২৬. যখন কাফিরগণ তাদের হৃদয়ে পোষণ করে রেখেছে অন্ধকার যুগের গোত্রীয় অহমিকার মতো অহমিকা (৬৭) তখন আল্লাহ্ আপন প্রশান্তি আপন রসূল ও ঈমানদারদের উপর

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– 'তা হলো মক্কা বিজয়।' অপর এক অভিমত এ যে, ঐসব বিজয়ই, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে দান করেন।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ মক্কাবাসী অথবা খায়বারবাসীদের বন্ধু গোত্রগুলো– বনূ আসাদ ও বনূ গাত্ফান,

টীকা-৫৫. বিজিত হবে ও তারা পরাস্ত হবে,

টীকা-৫৬. যে, তিনি মু'মিনদেরকে সাহায্য করেন এবং কাফিরদেরকে পর্যুদস্ত করেন।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ কাফিরদের (হাতকে)

টীকা-৫৮. মক্কা বিজয়ের দিন। অপর এক অভিমত হচ্ছে– 'মক্কার উপত্যকা' দ্বারা 'হুদায়বিয়া' বুঝানো হয়েছে। আর–

শানে নুযূলঃ হযরত আনাস্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত হয় যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে আশিজন অস্ত্র সজ্জিত যুবক 'তান্'ঈম পর্বত' থেকে মুসলমানদের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে নেমে এসেছিলো। মুসলমানগণ তাদেরকে বন্দী করে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করলেন। হুযূর তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন ও ছেড়ে দিলেন।

টীকা-৫৯. মক্কার কাফিরগণ

টীকা-৬০. সেখানেই পৌঁছা থেকে এবং সেটার তাওয়াফ করা থেকে

টীকা-৬১. অর্থাৎ যবেহের স্থান থেকে, যা হেরমের মধ্যে অবস্থিত।

টীকা-৬২. মক্কা মুকার্‌রামায়ই রয়েছে,

টীকা-৬৩. তোমরা তাদেরকে চিনো না,

টীকা-৬৪. কাফিরদের সাথে, যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে;

টীকা-৬৫. অর্থাৎ মুসলমান কাফিরদের থেকে আলাদা হয়ে যেতো,

টীকা-৬৬. তোমাদের হাতে হত্যা করিয়ে এবং তোমাদের হাতে বন্দী করিয়ে।

টীকা-৬৭. যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হুযূরের সাহাবীগণকে কা'বা মু'আয্‌যামাহ্ থেকে বাধা প্রদান করলো।

টীকা-৬৮. যে, তাঁরা পরবর্তী বৎসর আসার উপর সন্ধি করেছেন। যদি তাঁরাও ক্বোরাঈশের কাফিরদের মতো জিদ করতেন, তবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতো।

টীকা-৬৯. 'খোদাভীরুতার বাণী' দ্বারা 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ' (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রসূল)' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৭০. কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে আপন দ্বীন ও আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দ্বারা ধন্য করেছেন।

টীকা-৭১. কাফিরদের অবস্থাও জানেন, মুসলমানদের অবস্থাও (জানেন)। কোন কিছুই তাঁর নিকট থেকে গোপন নয়।

টীকা-৭২. শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় গমনের ইচ্ছা করার পূর্বে মদীনা তৈয়্যবায় স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি আপন সাহাবীগণ সহকারে মক্কা মু'আয্যামায় নিরাপদে প্রবেশ করেছেন আর সাহাবীগণ মাথার চুল মুণ্ডায়ে ফেলেছেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী চুল ছেঁটে নিয়েছেন। এ স্বপ্নের কথা হুযূর আপন সাহাবীদের নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তাঁরা আনন্দিত হলেন এবং তাঁরা মনে করেছিলেন যে, ঐ বৎসরই তাঁরা মক্কা মুকার্‌রামায় প্রবেশ করবেন।

অবতীর্ণ করেছেন (৬৮) এবং খোদাভীরুতার বাণী তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন (৬৯); এবং তারা এরই অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলো (৭০)। এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন (৭১)।

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۲۶﴾

রুকূ' – চার

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্য করে দেখিয়েছেন আপন রসূলের সত্য স্বপ্নকে (৭২); নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে যদি আল্লাহ্ চান, নিরাপদে, স্বীয় মাথার (৭৩) চুল মুণ্ডিত অবস্থায় অথবা (৭৪) চুল ছেঁটে, নির্ভয়ে; সুতরাং তিনি জেনেছেন যা তামাদের জানা নেই (৭৫)। অতএব, এর পূর্বে (৭৬) এক আসন্ন বিজয় রেখেছেন (৭৭)।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۭ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۲۷﴾

২৮. তিনিই হন, যিনি আপন রসূলকে সঠিক পথ-নির্দেশনা ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সেটাকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন (৭৮) এবং আল্লাহ্ হন যথেষ্ট সাক্ষী (৭৯)।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল; এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে (৮০), কাফিরদের উপর কঠোর (৮১) এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল (৮২), তুমি তাদেরকে দেখবে রুকূ'কারী, সাজদারত

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۗءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

যখন মুসলমানগণ সন্ধি সম্পন্ন করার পর হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এলেন এবং ঐ বৎসর মক্কা মুকার্‌রামায় প্রবেশ করেননি, তখন মুনাফিকগণ বিদ্রূপ করলো ও সমালোচনা করলো। আর বলতে লাগলো, "ঐ স্বপ্নের কি হলো?" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং ঐ স্বপ্নের বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রকাশ করলেন যে, অবশ্যই তেমনি সংঘটিত হবে। সুতরাং পরবর্তী বৎসর তাই ঘটেছে এবং পরবর্তী বছরই মুসলমানগণ খুব জাঁকজমক সহকারে মক্কা মুকার্‌রামায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলেন।

টীকা-৭৩. সমস্ত

টীকা-৭৪. অল্প পরিমাণ

টীকা-৭৫. অর্থ এ যে, তোমাদের প্রবেশ করা আগামী বছর। তোমরা এ বছরই মনে করেছিলে এবং তোমাদের জন্য এ বিলম্ব মঙ্গলজনক ছিলো। কারণ, এর কারণে সেখানকার দুর্বল মুসলমানগণ নিষ্পেষিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

টীকা-৭৬. অর্থাৎ হেরেমে প্রবেশ করার পূর্বে।

টীকা-৭৭. খায়বার বিজয়, যাতে প্রতিশ্রুত বিজয় অর্জিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তরে তা দ্বারা শান্তি পায়।

এরপর যখন পরবর্তী বছর এলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরের স্বপ্নের বাস্তবতার জ্যোতি দেখালেন, আর ঘটনা প্রবাহ সেটারই অনুরূপ প্রকাশ পেয়েছিলো, সুতরাং এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৭৮. হোক তা মুশরিকদের ধর্ম কিংবা কিতাবীদের। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই নি'মাত দান করলেন এবং ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করলেন;

টীকা-৭৯. আপন হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালতের পক্ষে। যেমন, এরশাদ করছেন–

টীকা-৮০. অর্থাৎ তাঁর সাহাবীগণ

টীকা-৮১. যেমন বাঘ তার শিকারের উপর। আর সাহাবা কেরামের কঠোরতা কাফিরদের প্রতি এ পর্যায়ের ছিলো যে, তাঁরা এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন যেন তাঁদের শরীর কোন কাফিরের শরীরকে স্পর্শ না করে এবং তাঁদের কাপড়ও যেন কোন কাফিরের কাপড়ের সাথে লাগতে না পারে। (মাদারিক)

টীকা-৮২. একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শনকারী এমনি যে, যেমন– পিতা ও পুত্রের মধ্যে হয়। আর এ ভালবাসা এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছিলো

যে, যখন একজন মু'মিন অপর মু'মিনকে দেখতেন, তখন ভালবাসার আকর্ষণে তাঁর সাথে করমর্দন ও আলিঙ্গন করতেন।

টীকা-৮৩. অধিক পরিমাণে নামায পড়তেন; নামাযগুলো নিয়মিতভাবে আদায় করতেন।

টীকা-৮৪. আর এ চিহ্ন হচ্ছে ঐ আলো, যা ক্বিয়ামত-দিবসে তাঁদের চেহারার আলোকিত হবে। তা'দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে যে, তাঁরা দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য বহু সাজদা করেছেন। আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাঁদের চেহারাসমূহে সাজদার স্থানটা চতুর্দশ তারিখের পরিপূর্ণ চাঁদের ন্যায় চমকিত ও উজ্জ্বল থাকবে।

'আতার অভিমত হচ্ছে- রাতের দীর্ঘ নামাযের কারণে তাঁদের চেহারার উপর নূর উদ্ভাসিত হয়। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি রাতে নামায অধিক পরিমাণে আদায় করে, সকালে তার চেহারা সুন্দর হয়ে যায়।" এ কথাও বর্ণিত হয় যে, কপালের উপর ধূলাবালির চিহ্নও সাজদার নিদর্শন।

টীকা-৮৫. এ কথা উল্লেখ করা হয় যে,

টীকা-৮৬. এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও তার উন্নতির উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ভাবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের একক ভাবে উত্থান হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবীদের দ্বারা শক্তিশালী করলেন। হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপমা ইন্জীলের মধ্যে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- যেমন একটা সম্প্রদায় ক্ষেতের ন্যায় জন্মলাভ করবেন। তাঁরা সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন, অসৎকর্মে বাধা দেবেন। কথিত আছে যে, হুযূর (দঃ) হলেন 'ক্ষেত' আর সাহাবা কেরাম ও মু'মিনগণ হলেন তার শাখা-প্রশাখা।

টীকা-৮৭. সাহাবা কেরাম সবাই ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ। এ কারণে প্রতিশ্রুতি সবার জন্যই প্রযোজ্য। ★

****

টীকা-১. 'সূরা হুজুরাত' মাদানী; এতে দু'টি রুকূ', আঠা'রটি আয়াত, তিনশ তেতাল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চারশ ছিয়াত্তরটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ তোমাদের জন্য অপরিহার্য যেন মূলতঃ তোমাদের থেকে কখনো (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে) অগ্রগামিতা সম্পন্ন না হয়- না কথায়, না কাজে। কারণ, অগ্রগামী হওয়া রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব ও সম্মানের পরিপন্থী। রসূল পাকের দরবারে বিনয় প্রকাশ ও আদব রক্ষা করা অপরিহার্য।

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

(৮৩), আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সাজদার চিহ্ন থেকে (৮৪), তাদের গুণাবলী তাওরীতের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের অনুরূপ গুণাবলী রয়েছে ইন্জীলে (৮৫); যেমন একটা ক্ষেত, যা আপন চারা উৎপন্ন করেছে, অতঃপর সেটাকে শক্তিশালী করেছে, তারপর তা শক্ত হয়েছে, তারপর আপন কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছে, যা চাষীদেরকে আনন্দ দেয় (৮৬), যাতে তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে; আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন তাদেরই সাথে, যারা তাদের মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ (৮৭)- ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের। ★

সূরা হুজুরাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা হুজুরাত মাদানী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৮ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আগে বাড়বেনা (২) এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

২. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু

শানে নুযূলঃ কিছু সংখ্যক লোক ঈদুল আয্হার দিনে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পূর্বেই ক্বোরবানী করে নিলে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন ক্বোরবানী পুনরায় করেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, কিছু লোক রমযানের একদিন পূর্বেই রোযা রাখা আরম্ভ করে দিতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে- "রোযা পালনের বেলায় আপন নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।) থেকে অগ্রগামী হয়োনা।"

★ 'সূরা ফাত্হ' সমাপ্ত।

টীকা-৩. অর্থাৎ যখন হুযূরের দরবারে কিছু আরয করো,তখন আস্তে নীচু স্বরে আরয করো! এটাই দরবার-ই-রিসালতের আদব ও সম্মান।

টীকা-৪. এ আয়াতে হুযূরের মহত্ব, সম্মান, হুযূরের দরবারের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আহ্বান করার বেলায় পূর্ণ শালীনতা বজায় রাখা হয়। যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে নাম ধরে ডাকে, সেভাবে যেন হুযূরকে আহ্বান না করে; বরং আদব, সম্মান, গুণবাচক ও সম্মানজনক এবং মহৎ উপাধি সহকারে আরয করে যা কিছু আরয কবার আছে; কারণ, আদব রক্ষা করা না হলে সৎকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কানে একটু কম শুনতেন। আর তাঁর কণ্ঠস্বরও উঁচু ছিলো। কথা বলার সময় আওয়াজ উঁচু হয়ে যেতো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত সাবিত আপন ঘরেই বসে রইলেন। আর বলতে লাগলেন, "আমি দোযখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত।" হুযূর হযরত সা'আদকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "হাঁ, তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার জানা মতে, তিনি কোন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন।" এরপর এসে তিনি হযরত সাবিতকে সে কথা বললেন। সাবিত বললেন, "এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর তুমি জানো, আমি তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে অধিকতর উচ্চস্বরে কথা বলি। সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।"

করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)-এর কণ্ঠস্বরের উপর (৩) এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবরই থাকবে না (৪)।

৩. নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট (৫), তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।

৪. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আপনাকে হুজরাসমূহের (প্রকোষ্ঠ) বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ (৬)।

৫. এবং যদি তারা ধৈর্যধারণ করতো যতক্ষণ না আপনি তাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করতেন (৭), তবে তা তাদের জন্য উত্তম ছিলো এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৮)।

৬. হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক্ব তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও (৯) যাতে কোথাও কোন সম্প্রদায়কে অজানাবশতঃ কষ্ট না দিয়ে বসো; অতঃপর আপন কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে থাকবে।

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ②

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ⑥

হযরত সা'আদ এ অবস্থা হুযূরের পবিত্রতম দরবারে আরয করলেন। তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন– "সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত।"

টীকা-৫. আদব ও সম্মানার্থে,

শানে নুযূলঃ আয়াত– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ অবতীর্ণ হবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা ও কোন কোন সাহাবী অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিলেন এবং তাঁরা পবিত্রতম দরবারে অতি নীচু স্বরে কিছু আরয করতেন। এসব হযরতের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬. **শানে নুযূলঃ** এ আয়াত বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দুপুরের সময় এসে পৌছেছিলো। তখন হুযূর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঐসবলোক পবিত্র হুজরাসমূহের বাইরে থেকে হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডাকতে আরম্ভ করলো। হুযূর তাশরীফ নিয়ে এলেন। ঐ সব লোকের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র রসূলের মহা মর্যাদার কথা এরশাদ হয়েছে যে, হুযূরের পবিত্রতম দরবারে এ ভাবে ডাকা মূর্খতা ও বিবেকহীনতারই পরিচায়ক। আর ঐসব লোককে আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

টীকা-৭. তখনই তারা আরয করতো, যা তাদের আরয করার ছিলো! এ আদব বজায় রাখা তাদের উপর অপরিহার্য ছিলো। তা যদি তারা বজায় রাখতো,

টীকা-৮. তাদের মধ্যে ঐসব লোকের জন্য, যারা তাওবা করে।

টীকা-৯. যে, তা কি সঠিক, না ভুল!

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে ওক্ববার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালাক্ব (গোত্র) থেকে সাদক্বাহসমূহ সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। অজ্ঞতার যুগে তাঁর ও তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো। যখন ওয়ালীদ তাদের বস্তির নিকটবর্তী

হলেন আর তারাও এ সংবাদ পেলো, তখন এ ধারণায় যে, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই প্রেরিত, অনেক লোক তাঁর সম্মানার্থে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলো। ওয়ালীদ ধারণা করেছিলেন যে, "এরা প্রাচীন শত্রুতার কারণে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসছে।" এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ওয়ালীদ ফিরে আসলেন, আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলেন– "হুযূর! ঐ সমস্ত লোক সাদ্‌ক্বাহ্‌র মাল দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হয়েছে।" হুযূর প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে প্রেরণ করলেন। হযরত খালিদ দেখলেন যে, ঐসব লোক আযান দিচ্ছে, নামায আদায় করেছে এবং তারা সাদ্‌ক্বাহ্‌র মালও পেশ করে দিয়েছে। হযরত খালিদ এ সাদ্‌ক্বাহ্‌র মালগুলো নিয়ে হুযূরের পবিত্রতম দরবারে হাযির হলেন এবং অবস্থার বিবরণ দিলেন। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, "এ আয়াত শরীফ ব্যাপকার্থক। এ কথা বর্ণনার নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছে যেন ফাসিক্বের কথার উপর নির্ভর করা না হয়।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এক ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণ হন, তবে তাঁর সংবাদ প্রদান গ্রহণযোগ্য।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝

৭. এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রয়েছেন (১০)। অনেক বিষয়ে যদি তিনি তোমাদেরকে খুশী করেন (১১), তবে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পড়বে; কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং সেটাকে তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দিয়েছেন আর কুফর ও নির্দেশ অমান্য করা এবং অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। এমন লোকেরা সৎ পথে রয়েছে (১২);

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৮. (এটা) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ طَاۗىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَي الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۗءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۗءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৯. এবং যদি মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করাও (১৩)। অতঃপর যদি একে অপরের উপর সীমালংঘন করে (১৪), তবে ঐ সীমালংঘনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সংশোধন করে দাও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় সুবিচারকগণ আল্লাহ্‌র প্রিয়।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১০. মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই (১৫)। সুতরাং আপন দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও (১৬) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় (১৭)।

টীকা-১০. যদি তোমরা মিথ্যা বলো তবে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিষয়ে অবহিত করার মাধ্যমে তোমাদের রহস্যকে ফাঁস করে দিয়ে তোমাদেরকে অপমানিত করে ছাড়বেন।

টীকা-১১. এবং তোমাদের পরামর্শ মোতাবেক নির্দেশ দিয়ে দেন,

টীকা-১২. যে, সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে;

টীকা-১৩. **শানে নুযূলঃ** নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটা লম্বা কান বিশিষ্ট পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আনসারি সাহাবীদের মজলিশের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি করলেন। সে স্থানে পশুটা প্রস্রাব করলো। তখন ইবনে উবাই (মুনাফিক) নাক বন্ধ করে নিলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, "হুযূরের গর্ধভের প্রস্রাব তোর মিশ্ক অপেক্ষাও উত্তম খুশবু ধারণ করে।" হুযূর তো (এর পর) তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তারপর ঐ দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো এবং উভয় গোত্রের মধ্যে পরস্পর তুমুল বাক-বিতণ্ডা ছড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেলো। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৪. যুলুম করে ও সন্ধি করতে অস্বীকার করে,

মাস্‌আলাঃ বিদ্রোহী দলের জন্য এ বিধান যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়।

টীকা-১৫. যে, পরস্পর ধর্মীয় বন্ধনে ও ইসলামী ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ। এ বন্ধন সমস্ত পার্থিব আত্মীয়তার বন্ধন অপেক্ষাও শক্ততর।

টীকা-১৬. যখনই তাদের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হয়

টীকা-১৭. কেননা, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করা মু'মিনদের পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্বেরই কারণ হয় এবং যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'আলার দয়া তার উপর বর্ষিত হয়।

টীকা-১৮. শানে নুযূলঃ এ আয়াতের অবতরণ কয়েকটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছেঃ

প্রথম ঘটনাঃ সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাস কানে কম শুনতেন। যখন তিনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মজলিশ শরীফে হাযির হতেন, তখন সাহাবা কেরাম তাঁকে সামনে বসাতেন এবং তাঁর জন্য স্থান খালি করে দিতেন, যাতে তিনি হুযূরের নিকটে হাযির রয়ে বরকতময় বাণী শুনতে পারেন। একদিন তিনি উপস্থিত হতে বিলম্ব করে ফেললেন। তখন মজলিশ শরীফ খুব লোকভর্তি ছিলো। তখন সাবিত আসলেন।

নিয়ম এ ছিলো যে, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আসতেন, মজলিসে জায়গা না পেতেন, তবে যেখানেই হোক দাঁড়িয়ে থাকতেন। সাবিত আসা মাত্রই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসার জন্য লোকদেরকে সরাতে সরাতে এ বলতে লাগলো- "জায়গা দাও। জায়গা দাও।" শেষ পর্যন্ত তিনি হুযূরের নিকট পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর ও হুযূরের (দঃ) মধ্যখানে মাত্র একব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলো। তিনি তাকেও বললেন, "জায়গা দাও!" লোকটা বললো, "তুমি তো জায়গা পেয়েছো, সেখানে বসে যাও।" সাবিত ক্রুদ্ধ মনে তাঁর পেছনে বসে গেলেন। অতঃপর যখন দিন খুবই আলোকিত হলো, তখন সাবিত তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "কে তুমি?" সে বললো, "আমি অমুক।" সাবিত তাঁর মায়ের নাম নিয়ে বললেন, "অমুক নারীর পুত্র!" এতে লোকটা লজ্জায় মাথা নত করে নিলো। বস্তুতঃ তখনকার দিনে এমন বাক্য অপমানিত করার জন্যই বলা হতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ দাহ্হাক বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত বনী তামীমের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযরত 'আম্মার, খোব্বাব, বিলাল, সুহায়ব, সালমান ও সালিম প্রমুখ গরীব সাহাবীদের দারিদ্র্যাবস্থা দেখে তাঁদেরকে বিদ্রূপ করতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যেন পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রূপ না করে; অর্থাৎ ধনীগণ দরিদ্রদেরকে যেন বিদ্রূপ না করে, না অভিজাত লোকেরা অনভিজাতদেরকে, না সুস্থ লোকেরা পঙ্গু লোকদেরকে, না দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাকে, যার দৃষ্টি শক্তিতে ত্রুটি আছে।

টীকা-১৯. সততা ও নিষ্ঠার মধ্যে;

টীকা-২০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা তাঁকে 'ইহুদীর মেয়ে' বলেছেন। এতে তিনি দুঃখিত হলেন এবং কেঁদে ফেললেন। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ করলেন। তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তুমি নবীর কন্যা ও নবীর স্ত্রী হও। তোমার উপর সে কিভাবে গর্ব করছে?" আর হযরত হাফসাহ্কে বললেন, "হে হাফসাহ্! আল্লাহ্কে ভয় করো।" (তিরমিযী শরীফ; এবং তিনি বলেন-এ হাদীসটা 'হাসান' ও 'গরীব' পর্যায়ের।)

রুকূ' - দুই

১১. হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ পুরুষদেরকে বিদ্রূপ করবে (১৮); এটা বিচিত্র নয় যে, তারা ঐ বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম হবে (১৯); এবং না নারীগণ নারীদেরকে (বিদ্রূপ করবে); এটাও বিচিত্র নয় যে, তারা এই বিদ্রূপকারীনীদের অপেক্ষা উত্তম হবে (২০)। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা (২১) আর একে অপরের মন্দ নাম রেখোনা (২২)। কতই মন্দ নাম- মুসলমান হয়ে 'ফাসিক্ব' বলানো (২৩)! এবং যারা তাওবা করেনা, তবে তারাই যালিম।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن
قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟
بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ
ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো (২৪)। নিশ্চয়

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ
ٱلظَّنِّ إِنَّ

টীকা-২১. একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। যদি এক মু'মিন অপর মু'মিনের প্রতি দোষারোপ করে, তবে যেন সে নিজেই নিজের প্রতি দোষারোপ করলো।

টীকা-২২. যা তাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়।

মাসাইলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ থেকে তাওবা করে নেয় তাকে তাওবার পর ঐ মন্দ কাজের জন্য লজ্জিত করাও এ নিষেধের আওতায় পড়ে এবং তা নিষিদ্ধও।" কোন কোন আলিম বলেছেন, "কোন মুসলমানকে কুকুর অথবা গাধা অথবা শূকর বলে ডাকাও এর অন্তর্ভুক্ত।" কোন কোন আলিম বলেন যে, এতে ঐসব মন্দ উপাধি বুঝানো হয়েছে যেগুলো দ্বারা মুসলমানদের বদনাম প্রকাশ পায়, আর তার নিকট তা অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু প্রশংসনীয় উপাধিসমূহ, যেগুলো সত্য হয়, সেগুলো নিষিদ্ধ নয়। যেমন- সিদ্দীক্বে আকবর হযরত আবূ বকরের উপাধি 'আতীক্ব', হযরত ওমরের 'ফারূক্ব', হযরত ওসমানের 'যুন্নূরাঈন', হযরত আলীর 'আবূ তুরাব', হযরত খালিদের 'সাইফুল্লাহ্'। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম। আর যে সব উপাধি মূল নামে পরিণত হয়ে গেছে, আর ঐ উপাধিধারীর নিকটও তা অপছন্দনীয় না হয়, তবে ঐসব উপাধিও নিষিদ্ধ নয়। যেমন- 'আ'মাশ' (أَعْمَش), আ'রাজ (أَعْرَج)।

টীকা-২৩. সুতরাং হে মুসলমানগণ! কোন মুসলমানকে বিদ্রূপ করে অথবা তাঁর প্রতি দোষারোপ করে অথবা তার নাম বিকৃত করে নিজেকে নিজে ফাসিক্ব নামে চিহ্নিত করো না।

টীকা-২৪. কেননা, প্রত্যেক অনুমান সঠিক হয় না।

টীকা-২৫. **মাস্‌আলাঃ** সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা বা মন্দ অনুমান করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে, তার কোন কথা শুনে মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, এতদসত্ত্বেও যে, সেটার অন্য সঠিক বিশুদ্ধ অর্থও থাকে, আর মুসলমানের অবস্থাও সেটার অনুরূপ হয়, তবে তাও ঐ মন্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সুফিয়ান সওরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- ধারণা বা অনুমান দু'ধরণের হয়ঃ-

এক) অন্তরে আসে এবং মুখেও তা বলে দেয়া হয়। এটা যদি মুসলমানদের উপর মন্দভাবে হয়, তবে তা পাপ।

দুই) অন্তরে আসে, কিন্তু মুখে বলা হয় না। এটা যদিও পাপ নয়, তবুও তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করা জরুরী।

মাস্‌আলাঃ ধারণা (অনুমান) কয়েক প্রকারঃ

এক) ওয়াজিব বা অপরিহার্য। তা হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখা।

দুই) মুস্তাহাব। তা হচ্ছে- সৎ কর্মপরায়ণ মুসলমানদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা।

তিন) নিষিদ্ধ ও হারাম। তা হচ্ছে- মহামহিম আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা করা আর মু'মিনের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা।

চার) বৈধ। তা হচ্ছে- প্রকাশ্য ফাসিকের প্রতি এমন ধারণাই রাখা যেমন কর্মই তার দ্বারা প্রকাশ পায়।

টীকা-২৬. অর্থাৎ মুসলমানদের দোষ তালাশ করো না এবং তার গোপনীয় অবস্থার খোঁজ করতে থেকো না, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আপন 'সাত্তারী' (দোষ গোপনকারী) 'গুণ' দ্বারা গোপন করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- ধারণা (অনুমান) থেকে বিরত থাকো। অনুমান হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা এবং মুসলমানদের দোষ তালাশ করো না। তাঁদের সাথে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ ও অমানবিকতাকে চরিতার্থ করো না। হে আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণ! ভাই হয়ে থাকো! যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমান মুসলমানের ভাই, তার প্রতি যুলুম করো না, তাকে লাঞ্ছিত করো না, তার অবমাননা করো না। 'তাক্বওয়া' এখানেই নিহিত, 'তাক্বওয়া' এখানেই নিহিত। 'তাক্বওয়া' এখানেই নিহিত। (আর 'এখানে' বলে স্বীয় বরকতময় বক্ষের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।) মুসলমানদের জন্য আপন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করা জঘন্য দোষ। প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের উপর হারাম- তার রক্তও; তার মান-সম্মানও, আর ধন-সম্পদও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শরীর, আকৃতি ও কর্মের প্রতি দেখেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের প্রতি দেখেন। (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীসঃ যেই বান্দা দুনিয়ার মধ্যে অপরের দোষ গোপন করে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত-দিবসে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।

টীকা-২৭. **হাদীস** শরীফে বর্ণিত হয় যে, গীবত হচ্ছে এ যে, মুসলমান ভাইয়ের পৃষ্ঠ-পেছনে অবর্তমানে এমন কথা বলা, যা তার নিকট অপছন্দনীয় হয়। যদি ঐ কথা সত্যও হয়, তবে তা 'গীবত' হবে, নতুবা 'অপবাদ'।

কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায় (২৫) এবং দোষ তালাশ করোনা (২৬) আর একে অপরের গীবত করো না (২৭)। কেউ কি এ কথা পছন্দ করবে যে, সে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুতঃ এটা তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে না (২৮)। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ খুব তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।	بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

টীকা-২৮. কাজেই, মুসলমান ভাইদের 'গীবত' করাও অপছন্দনীয় হওয়া উচিত। কারণ, তাকে পৃষ্ঠ-পেছনে মন্দ বলা তার মৃত্যুর পর তার শবদেহের মাংস খাওয়ারই নামান্তর। কেননা, যেভাবে কারো শরীরের মাংস কর্তন করার কারণে সে কষ্ট পায়, অনুরূপভাবে, তার মন্দচর্চার ফলেও তার অন্তরে দুঃখ পায়। প্রকৃতপক্ষে, মান-সম্মান শরীরের মাংস অপেক্ষাও অধিক প্রিয় হয়।

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের জন্য রওনা হতেন ও সফর ফরমাতেন, তখন একজন গরীব মুসলমানকে দু'জন ধনী ব্যক্তির সাথে দিতেন। যাতে ঐ গরীব তাদের সেবা করেন, আর তাঁরাও তাঁর পানাহারের ব্যবস্থা করেন। এভাবে প্রত্যেকের কাজ চলতো। একই নিয়মে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দু'জন লোকের সাথী করা হলো। একদিন তিনি শুয়ে পড়লেন। খানা তৈরী করতে পারেন নি। সুতরাং তারা উভয়ে তাঁকে খাদ্য তালাশ করার জন্য রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলো। হুযূরের রান্না-কার্যের সেবক ছিলেন হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। (তখন) তাঁর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি বললেন, "আমার নিকট কিছুই নেই।" হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে এটাই বলে দিলেন। তখন ঐ দু'জন সাথী বললো, "উসামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কার্পণ্য করেছেন।"

যখন তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন- "আমি তোমাদের মুখে মাংসের রং দেখতে পাচ্ছি।" তারা আরয করলো, "আমরা তো কোন মাংসই আহার করিনি!" হুযূর এরশাদ ফরমালেন- "তোমরা গীবত করেছো। আর যে কেউ মুসলমানের গীবত করেছে সে মুসলমানের মাংস খেয়েছে।"

মাস্‌আলাঃ গীবত সর্বসম্মতভাবে 'কবীরা গুনাহ্' (মহাপাপ)-এর শামিল। গীবতকারীদের উপর তাওবা করা অপরিহার্য। একটা হাদীসে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, গীবতের কাফ্‌ফারা হচ্ছে- 'যার গীবত করেছে তার জন্য মাগফেরাত কামনা করা।'

মাস্আলাঃ 'প্রকাশ্য ফাসিক্' (فاسق معلن)-এর দোষ প্রকাশ করে দেয়া গীবত নয়।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'পাপী লোকের দোষ বর্ণনা করো! যাতে লোকেরা তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকে।'

মাস্আলাঃ হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত যে, তিন ব্যক্তির কোন সম্মান নেইঃ এক) কুপ্রবৃত্তির অনুসারী (বদ-মযহাব), **দুই)** ফাসিক-ই-মু'লান (প্রকাশ্য ফাসিক) এবং **তিন)** যালিম বাদ্শাহ্। অর্থাৎ তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয়।

টীকা-২৯. হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম

টীকা-৩০. হযরত হাওয়া

টীকা-৩১. বংশীয় ধারায় ঐ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তোমরা সবাই মিলিত হয়ে যাও। সুতরাং বংশের ক্ষেত্রে পরস্পর গর্ব করা ও অধিক মর্যাদা দাবী করার কোন কারণ নেই; বরং সবাই এক সমানই। একই উর্ধ্বতম পিতৃ-পুরুষেরই সন্তান।

টীকা-৩২. এবং একে অপরের বংশীয় পরিচয় জানতে পারো এবং কেউ আপন পিতৃ-পুরুষদের ব্যতীত অন্য কারো দিকে আপন বংশীয় সম্বন্ধ রচনা না করো; না এ'যে, বংশের উপর গর্ব করো এবং অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করো।

এরপর ঐ বিষয়ের বর্ণনা করা হচ্ছে, যা মানুষের জন্য আভিজাত্য ও মর্যাদার কারণ হয় এবং যার কারণে সে আল্লাহ্র দরবারে সম্মান লাভ করে।

টীকা-৩৩. এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে- পরহেযগারী বা খোদাভীরুতা; বংশ নয়।

১৩. হে মানবকুল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ (২৯) ও একজন নারী (৩০) থেকে সৃষ্টি করেছি (৩১) এবং তোমাদেরকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্র-গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো (৩২)। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু (৩৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, খবর রাখেন।

১৪. মরুবাসীরা বললো, 'আমরা ঈমান এনেছি (৩৪)।' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'তোমরা ঈমান তো আনোনি (৩৫)। হাঁ, এমনই বলো, 'আমরা অনুগত হয়েছি (৩৬)।' এবং এখন ঈমান তোমাদের অন্তরসমূহে কোথায় প্রবেশ করেছে (৩৭)? এবং যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো (৩৮), তবে তোমাদের কোন কর্মেরই কোন অংশ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۚ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ

শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনার বাজারে এক হাব্শী গোলাম দেখতে পান। সে এ কথা বলছিলো যে, "যে কেউ আমাকে ক্রয় করবে তার প্রতি আমার এই শর্ত থাকবে যে, সে আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইক্তিদায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই সম্পন্ন করতে নিষেধ করতে পারবে না।" ঐ গোলামকে এক ব্যক্তি ক্রয় করে নিলো। অতঃপর ঐ গোলাম অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখার জন্য তাশরীফ আনয়ন করলেন। এরপর তার ওফাত হয়ে গেলো। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে দাফন করার সময়ও তাশ্রীফ আনলেন। এ প্রসঙ্গে লোকেরা কিছু কানাঘুষা করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৪. শানে নুযূলঃ এই আয়াত বনী আসাদ ইবনে খুযায়মাহ্র এক দল লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দুর্ভিক্ষের সময় রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো ও তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করলো; কিন্তু বাস্তবপক্ষে, তারা ঈমানদার ছিলো না। ঐসব লোক মদীনার পথগুলোতে আবর্জনা ফেলতো এবং সেখানকার বাজারদর চড়া করে দিতো। সকাল-সন্ধ্যায় রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে গর্ব করতো ও খোঁটা দিতো। আর বলতো, "আমাদেরকে কিছু দিন।" তাদের প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৫. সত্য অন্তরে,

টীকা-৩৬. বাহ্যিকভাবে।

টীকা-৩৭. মাস্আলাঃ শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি, যার সাথে আন্তরিক বিশ্বাস ও সত্যায়ন না থাকে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে মানুষ মু'মিন হয়না। আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করা 'ইসলামের' আভিধানিক অর্থ মাত্র। কিন্তু শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে ইসলাম ও ঈমান দু'টি সমার্থক শব্দ; পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

টীকা-৩৮. প্রকাশ্যে ও গোপনে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে, মুনাফিকী পরিহার করে।

مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

তোমাদেরকে কম দেবেন না (৩৯), নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৫. ঈমানদারগণতো তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছে অতঃপর সন্দেহ করেনি (৪০) এবং আপন প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী (৪১)।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. আপনি বলুন! 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করছো?' এবং আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আস্‌মানসমূহে ও যা কিছু যমীনে রয়েছে (৪২) এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন (৪৩)।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. হে মাহবূব! তারা আপনাকে খোঁটা দিচ্ছে এ বলে যে, তারা মুসলমান হয়ে গেছে। আপনি বলুন, 'তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না; বরং আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৪৪)।'

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ ع ٨ ١٤

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন (৪৫)।★

সূরা ক্বা-ফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা ক্বা-ফ্ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪৫ রুকূ'-৩

রুকূ' - এক

قٓ ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ المنزل السابع

১. ক্বা-ফ্; সম্মানিত ক্বোরআনের শপথ (২)।

২. বরং তারা এজন্য অবাক হয়েছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী তাশরীফ এনেছেন (৩)। সুতরাং কাফিরগণ বললো, 'এ'তো বিস্ময়কর ব্যাপার!

টীকা-৩৯. তোমাদের সৎকর্মগুলোর পুরস্কার কম করবেন না।

টীকা-৪০. আপন দ্বীন ও ঈমানের মধ্যে।

টীকা-৪১. ঈমানের দাবীতে।

শানে নুযূলঃ যখন এই আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন মরুবাসী লোকেরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো, আর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বললো, "আমরা নিষ্ঠাবান মুসলমান।" এর জবাবে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে–

টীকা-৪২. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নেই

টীকা-৪৩. মু'মিনদের ঈমান সম্পর্কেও মুনাফিকদের মুনাফিকী সম্পর্কেও। তোমাদের বলার ও খবর দেয়ার প্রয়োজন নেই।

টীকা-৪৪. নিজেদের দাবীতে।

টীকা-৪৫. তাঁর নিকট তোমাদের কোন অবস্থাই গোপন নেই– না কোন প্রকাশ্য বিষয়, না কোন গোপন বিষয়। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ক্বা-ফ' মক্কী। এ'তে তিনটি রুকূ', পঁয়তাল্লিশটি আয়াত, তিনশ সাতান্নটি পদ এবং এক হাজার চারশ চুরানব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. আমি জানি যে, মক্কার কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেনি।

টীকা-৩. যাঁর ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, সততা ও সরলতা সম্পর্কে তারা ভালভাবেই জানে, আর এটাও তাদের হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে যে, এমন গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি সত্য উপদেশদাতাই হয়ে থাকেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত ও হুযূরের সতর্কীকরণে আশ্চর্যান্বিত হওয়া ও অস্বীকার করাই বিস্ময়কর।

★ 'সূরা হুজুরাত' সমাপ্ত।

টীকা-৪. তাদের এই উক্তির খণ্ডন ও জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

টীকা-৫. অর্থাৎ তাদের শরীরের যেসব অংশ– মাংস, রক্ত ও অস্থিসমূহ ইত্যাদিকে মাটি খেয়ে ফেলে; সেগুলো থেকে কিছুই আমার নিকট গোপন নয়। সুতরাং আমি তাদেরকে তেমনিই জীবিত করতে সক্ষম যেমন তারা পূর্বে ছিলো।

টীকা-৬. যাতে তাদের নাম, তাদের সংখ্যা এবং যা কিছু তাদের দেহ থেকে মাটি খেয়েছে সবই বিদ্যমান, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে।

৩. আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি হয়ে যাবো, তারপরও কি জীবিত হবো? এ প্রত্যাবর্তন দূরের কথা (৪)!'

৪. আমি জানি যমীন তাদের থেকে যা কিছু ক্ষয় করে (৫) এবং আমার নিকট একটা সংরক্ষণকারী কিতাব রয়েছে (৬)।

৫. বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে (৭) যখন তা তাদের নিকট এসেছে; অতঃপর তা এক দুদোল্যমান ভিত্তিহীন কথার শামিল (৮)।

৬. তবে কি তারা তাদের উপরে আসমান দেখেনি (৯), আমি সেটা কিভাবে তৈরী করেছি (১০) ও সুসজ্জিত করেছি (১১) এবং তাতে কোথাও ছিদ্র নেই (১২)?

৭. এবং যমীনকে আমি বিস্তৃত করেছি (১৩) এবং তাতে নোঙ্গর স্থাপন করেছি (১৪) আর তাতে সর্বত্র জাঁকজমকপূর্ণ জোড়া উদ্গত করেছি;

৮. গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বুঝস্বরূপ (১৫) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার জন্য (১৬)।

৯. এবং আমি আস্‌মান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করেছি (১৭) অতঃপর তা দ্বারা বাগান উদ্গত করেছি এবং শস্য, যা কাটা হয় (১৮);

১০. এবং খেজুরের লম্বা বৃক্ষরাজি, যেগুলোর রয়েছে পাকা গুচ্ছ;

১১. বান্দাদের জীবিকার জন্য এবং আমি তা (১৯) দ্বারা মৃত শহরকে জীবিত করেছি (২০); এভাবেই তোমাদেরকে কবরগুলো থেকে বের হতে হবে (২১)।

১২. তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছে (২২) নূহের সম্প্রদায়, রস্‌বাসীগণ (২৩) ও সামূদ সম্প্রদায়;

ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ③

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ④

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ⑤

أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ⑥

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑦

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑧

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ⑨

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ⑩

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ⑪

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ⑫

টীকা-৭. কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। আর 'সত্য' দ্বারা হয়ত 'নবূয়ত' বুঝানো হয়েছে, যার সাথে রয়েছে সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ অথবা ক্বোরআন মজীদ।

টীকা-৮. সুতরাং কখনো নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'কবি', কখনো 'যাদুকর', কখনো 'জ্যোতিষী'; অনুরূপভাবে, ক্বোরআন পাককেও কখনো 'কাব্যগ্রন্থ', কখনো 'যাদুমন্ত্র' ও কখনো 'জ্যোতির্বিদ্যা' বলছে– কোন এক কথার উপর স্থিরতা নেই।

টীকা-৯. অন্তরের চক্ষু দ্বারা ও শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে? যেহেতু সেটার সৃষ্টিতে আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পাচ্ছে।

টীকা-১০. কোন স্তম্ভ ছাড়াই উঁচু করেছি।

টীকা-১১. নক্ষত্ররাজির উজ্জ্বল কায়াসমূহ দ্বারা

টীকা-১২. কোন দোষ-ত্রুটি নেই।

টীকা-১৩. জলভাগ পর্যন্ত

টীকা-১৪. পর্বতমালার, যাতে স্থির থাকে।

টীকা-১৫. যাতে তা'দ্বারা তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তি ও উপদেশ অর্জিত হয়।

টীকা-১৬. যা আল্লাহ্ তা'আলার নতুন নতুন কারিগরী-শিল্প ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

টীকা-১৭. অর্থাৎ বৃষ্টি, যাতে প্রত্যেক বস্তুর জীবন ও বহু বরকত বা মঙ্গল রয়েছে।

টীকা-১৮. বিভিন্ন ধরণের গম, যব, চনা ইত্যাদি।

টীকা-১৯. বৃষ্টির পানি

টীকা-২০. যার তৃণ-লতা, গাছপালা ও ফসলাদি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর সেটাকে শাক-সজি ও উদ্ভিদ দ্বারা সজীব করে দিয়েছি।

টীকা-২১. সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাদি দেখে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়কে কেন অস্বীকার করছো?

টীকা-২২. রসূলগণকে

টীকা-২৩. 'রস' একটা কূপের নাম, যেখানে এসব লোক আপন গৃহ-পালিত পশুগুলোসহ বসবাস করতো আর মূর্তিপূজা করতো। ঐ কূপটা মাটিতে

ধ্বসে গেছে এবং এর নিকটবর্তী জমিও। এসব লোক এবং তাদের ধন-সম্পদও তদ্‌সঙ্গে ধ্বসে গেছে।

টীকা-২৪. এ সবের আলোচনা সূরা ফোরক্বান, হিজর ও দুখান-এ গত হয়েছে।

টীকা-২৫. এতে ক্বোরাঈশের প্রতি ধমক ও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি ক্বোরাইশের কুফরের কারণে দুঃখিত হবেন না। আমি সর্বদা রসূলগণের সাহায্য করি এবং তাঁদের শত্রুদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

এরপর পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের অস্বীকারের জবাব এরশাদ হচ্ছে–

টীকা-২৬. যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য হবে? এতে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের পূর্ণ মূর্খতাকে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন', তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব ও বোধগম্য নয় বলে মনে করে।'

টীকা-২৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্ট হওয়ায়।

টীকা-২৮. আমার নিকট থেকে তার অন্তরের গোপন কথা ও রহস্যাদি গোপন নয়।

টীকা-২৯. এটা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের বিবরণ যে, আমি বান্দার অবস্থা তার চেয়েও বেশী জানি।

'ওয়ারীদ' (وريد) হচ্ছে এমন শিরা, যার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হয়ে শরীরের প্রত্যেক অংশে পৌঁছে থাকে। এ শিরাটা ঘাড়েই রয়েছে। অর্থ এ যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা অপরটা থেকে আবৃত রয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে কোন কিছুই অন্তরালে নেই।

টীকা-৩০. ফিরিশ্‌তাগণ। আর তাঁরা মানুষের প্রত্যেক আমল বা কর্ম ও তার প্রত্যেক কথা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত।

টীকা-৩১. ডান পার্শ্বস্থ ফিরিশ্‌তা সৎকর্মসমূহ লিখেন, আর বাম পার্শ্বস্থ ফিরিশ্‌তা অসৎকর্মসমূহ। এতে এ কথা প্রকাশ করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদের লিখনের প্রতিও মুখাপেক্ষী নন। তিনি গোপন থেকে গোপনতর বিষয় সম্পর্কেও অবহিত। অন্তরের কল্পনা পর্যন্ত তাঁর নিকট গোপন নেই। ফিরিশ্‌তাদের লিপিবদ্ধ করা হিকমত বা প্রজ্ঞার চাহিদানুসারেই, যাতে ক্বিয়ামত-দিবসে প্রত্যেকের আমলনামা তারই হাতে দেয়া যায়।

১৩. 'আদ, ফিরআউন এবং লূতের একই সম্প্রদায়ের লোকেরা;

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ⑬

১৪. এবং বনবাসীগণ ও তুব্বা'র সম্প্রদায় (২৪); তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রসূলগণকে অস্বীকার করেছে, অতঃপর আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি অবধারিত হয়ে গেছে (২৫)।

وَّأَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ⑭

১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি (২৬)? বরং তারা নতুন সৃষ্টিতে (২৭) সন্দেহ পোষণ করছে!

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑮

রুকূ' – দুই

১৬. এবং নিশ্চয় আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যেই কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি (২৮) এবং হৃদয়ের শিরা অপেক্ষাও তার অধিক নিকটে আছি (২৯)।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ⑯

১৭. যখন তার নিকট থেকে গ্রহণ করে দু'জন গ্রহণকারী (৩০)– একজন ডানে বসে, অপরজন বামে (৩১)।

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ⑰

১৮. এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না (৩২)।

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ⑱

টীকা-৩২. সে যেখানেই হোক না কেন; পায়খানা-প্রস্রাব ও স্ত্রী-সহবাসের সময় ব্যতীত। তখন ঐ ফিরিশ্‌তাগণ মানুষের নিকট থেকে সরে যান।

মাস্‌আলাঃ এ দু'অবস্থায় মানুষের জন্য কথাবার্তা বলা বৈধ নয়; যাতে তা লিখার জন্য ঐ অবস্থায় তার নিকটে যাবার কষ্ট ফিরিশ্‌তাদের না হয়। এ ফিরিশ্‌তাগণ মানুষের প্রত্যেক কথা জানেন। এমনকি, রোগের ব্যথা অনুভব কালের শব্দ পর্যন্ত।

এটাও কথিত আছে যে, শুধু ঐসব কথা লিখেন যে গুলোর উপর সাওয়াব ও পুরস্কার অথবা জবাবদিহিতা ও শাস্তি বর্তায়।

ইমাম বাগাভী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যখন মানুষ সৎকাজ করে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফিরিশ্‌তা সেটার দশগুণ লিখেন এবং যখন অসৎকর্ম করে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফিরিশ্‌তা বাম পার্শ্বস্থ ফিরিশ্‌তাকে বলেন, "এখন অপেক্ষা করো। হয়ত ঐ লোকটা 'ইস্তিগ্‌ফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করে নেবে।"

পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের খণ্ডন করার এবং আপন কুদরত ও জ্ঞানের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়কে অস্বীকার করে তা অনতিবিলম্বে তাদের মৃত্যু ও ক্বিয়ামতের সময় তাদের সম্মুখে আসবে। 'অতীতকাল বাচক ক্রিয়া' দ্বারা সেগুলোর আগমনের কথা বর্ণনা করে তা নিকটবর্তী হবার কথা প্রকাশ করা হচ্ছে। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে–

টীকা-৩৩. যা বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভূতিকে বিকৃত ও খারাপ করে দেয়।

টীকা-৩৪. 'সত্য' দ্বারা হয়ত 'মৃত্যুর বাস্তবতা' বুঝানো হয়েছে অথবা 'আখিরাতের বিষয়', যাকে মানুষ নিজেই প্রত্যক্ষ করে; অথবা পরিণাম সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। আর মৃত্যু যন্ত্রণাকালে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বলা হয় যে, মৃত্যু–

টীকা-৩৫. পুনরুত্থানের জন্য;

১৯. এবং এসে পড়ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা (৩৩) সত্য সহকারে (৩৪), এটাই, যা থেকে তুমি পালায়ন করতে!

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾

২০. এবং শিঙ্গায় ফুৎকার করা হয়েছে (৩৫); এটা হচ্ছে শাস্তির প্রতিশ্রুতি-দিবস (৩৬)।'

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾

২১. এবং প্রত্যেক সত্তা এভাবে উপস্থিত হয়েছে যে, তার সাথে একজন পশ্চাদ্ধাবনকারী (৩৭) এবং একজন সাক্ষী রয়েছে (৩৮)।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

২২. নিশ্চয় তুমি সে বিষয়ে উদাসীনতার মধ্যে ছিলে (৩৯)। অতঃপর আমি তোমার উপর থেকে তোমার পর্দা অপসারণ করেছি (৪০); সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি স্পষ্ট (৪১)।

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾

২৩. এবং তার সঙ্গী ফিরিশ্তা (৪২) বললো, 'এ হচ্ছে (৪৩), যা আমার নিকট উপস্থিত আছে।'

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৪. নির্দেশ দেয়া হবে– 'তোমাদের উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক বড় অকৃতজ্ঞ, একগুঁয়েকে;

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾

২৫. যে সৎকর্মে খুব বাধা প্রদানকারী, সীমা লংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারী (৪৪)।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করেছে, তোমাদের উভয়ে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো।

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾

২৭. তার সঙ্গী শয়তান বললো (৪৫), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য করিনি (৪৬)। হাঁ, সে নিজেই দূরের পথ-ভ্রষ্টতায় ছিলো (৪৭)।'

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾

২৮. বলবেন, 'আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করো না (৪৮)! আমি তোমাদেরকে পূর্বেই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি (৪৯)।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾

২৯. আমার এখানে বাণী পরিবর্তিত হয় না এবং না আমি বান্দাদের উপর যুলুম করি।'

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾

টীকা-৩৬. আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

টীকা-৩৭. ফিরিশ্তা, যে তাকে হাশর-ময়দানের দিকে ধাবিত করে।

টীকা-৩৮. যে, তার কৃতকর্মসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন যে, ধাবিতকারী হবেন ফিরিশ্তা, আর সাক্ষী হবে তার নিজেরই সত্তা।

দাহ্হাক-এর অভিমত হচ্ছে– ধাবিতকারী হচ্ছেন 'ফিরিশ্তা' আর সাক্ষী হচ্ছে তার শরীরের 'অঙ্গ প্রত্যঙ্গ'– হাত-পা ইত্যাদি। হযরত ওস্মান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন, "ধাবিতকারীও হবেন ফিরিশ্তা এবং সাক্ষীও হবেন ফিরিশ্তা।" (জুমাল) অতঃপর কাফিরদেরকে বলা হবে–

টীকা-৩৯. দুনিয়ায়।

টীকা-৪০. যা তোমার হৃদয়, কর্ণদ্বয় ও চক্ষুদ্বয়ের উপর পড়েছিলো;

টীকা-৪১. যে, তুমি ঐসব বস্তু দেখতে পাচ্ছো, যেগুলোকে দুনিয়ায় অস্বীকার করছিলে।

টীকা-৪২. যে, তার আমলসমূহ লিপিবদ্ধকারী এবং তার সাক্ষ্যদাতা। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৪৩. তার আমলনামা (মাদারিক)

টীকা-৪৪. ধর্মের মধ্যে,

টীকা-৪৫. যে, দুনিয়ায় তার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।

টীকা-৪৬. এটা শয়তানের তরফ থেকে ঐ কাফিরের প্রতি জবাব, যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার সময় বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে শয়তানই প্রতারিত করেছে।" এর জবাবে শয়তান বলবে, "আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি।"

টীকা-৪৭. আমি তাকে পথ-ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বান করেছি, সে তা গ্রহণ করে নিয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলার এরশাদ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা

টীকা-৪৮. প্রতিদান জগতে ও হিসাব গ্রহণের স্থানে বাক-বিতণ্ডা কোন উপকারে আসবে না।

টীকা-৪৯. আমার কিতাবসমূহের মধ্যে ও আমার রসূলগণের ভাষায়। আমি তোমাদের জন্য কোন বাহানার অবকাশ রাখিনি।

টীকা-৫০. আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাকে জিন্ ও মানব দ্বারা ভর্তি করবেন। এ প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা প্রকাশের নিমিত্ত জাহান্নামকে এ প্রশ্ন করা হবে।

টীকা-৫১. এর অর্থ এও হতে পারে যে, 'এখন আমার মধ্যে আর অবকাশ নেই। আমি ভর্তি হয়ে গেছি।' এ অর্থও হতে পারে যে, 'এখনো আরো অবকাশ আছে।'

টীকা-৫২. আরশের ডান পার্শ্বে, যেখান থেকে 'অবস্থানকারীগণ' সেটা দেখবে এবং তাদেরকে বলা হবে–

টীকা-৫৩. রসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়া'র মধ্যে

টীকা-৫৪. প্রত্যাবর্তনকারীগণ দ্বারা 'তাদেরকেই' বুঝানো হয়েছে, যারা পাপাচার বর্জন করে আল্লাহ্‌র আনুগত্য অবলম্বন করে। সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, 'প্রত্যাবর্তনকারী' (أَوَّاب) হচ্ছে– ঐ ব্যক্তি, যে পাপ করে তারপর তাওবা করে, অতঃপর তার দ্বারা পাপ সম্পন্ন হয়, তারপর তাওবা করে। আর 'সাবধানী' হচ্ছে সে-ই, যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "যে নিজে নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত রাখে এবং সেগুলো থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

তাছাড়া, এও বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আমানতসমূহ ও তাঁর প্রতি কর্তব্যসমূহ পালন করে।' এও বর্ণিত হয় যে, 'যে ব্যক্তি ইবাদত-বন্দেগী নিয়মিতভাবে পালন করে, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ পালন করে এবং আপন 'নাফ্স' (প্রবৃত্তি)-এর প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখে, অর্থাৎ একটা মুহূর্তও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন থাকেনা ও প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসেই আল্লাহ্‌র যিক্র করে। (কবি বলেন–) گر تو پاس داری پاس انفاس
بسلطانی رسانندت ازیں پاس
ترا اک پند بس در ہر دو عالم
ز جانت بر نیاید بے خدا دم

অর্থাৎঃ "যদি তুমি শ্বাস-প্রশ্বাসের যিক্রকে যথাযথভাবে পালন করতে চাও, তবে এ প্রত্যেক নিঃশ্বাসেই আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাকে যিক্র পৌঁছাতে হবে। তোমার জন্য একটি উপদেশই যথেষ্ট, উভয় জগতের মধ্যে যে, তোমার সত্তা থেকে আল্লাহ্‌র যিক্র ছাড়া কোন শ্বাস-প্রশ্বাসই যেন বের না করো।"

রুকূ' – তিন

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۝٣٠

৩০. যেদিন আমি জাহান্নামকে বলবো, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো (৫০)?' তা আরয করবে, 'আরো বেশী কিছু আছে কি (৫১)?'

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ۝٣١

৩১. জান্নাতকে খোদাভীরুদের নিকটে হাযির করা হবে– তাদের থেকে দূরে থাকবে না (৫২)।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۝٣٢

৩২. এটা হচ্ছে তাই, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে (৫৩) প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী, সাবধানীর জন্য (৫৪)।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۝٣٣

৩৩. যারা পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে এবং প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নিয়ে আসে (৫৫),

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝٣٤

৩৪. তাদেরকে বলা হবে, "জান্নাতে প্রবেশ করো শান্তি সহকারে (৫৬), এটা অনন্ত জীবনের দিন (৫৭)।"

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۝٣٥

৩৫. তাদের জন্য রয়েছে তাতে যা কামনা করবে এবং আমার নিকট তদপেক্ষাও বেশী রয়েছে (৫৮)।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ

৩৬. এবং তাদের পূর্বে (৫৯) আমি কত মানব-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা ধর-পাকড়াওয়ের মধ্যে তাদের থেকে কঠোর ছিলো (৬০); সুতরাং তারা শহরগুলোতে ঘুরাফেরা

টীকা-৫৫. অর্থাৎ নিষ্ঠাবান, ইবাদত পালনকারী ও বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন অন্তর,

টীকা-৫৬. কোন ভয়-শঙ্কা ছাড়াই, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি সহকারে। না তোমাদের শাস্তি হবে, না তোমাদের নি'মাতসমূহ বিদূরিত হবে।

টীকা-৫৭. এখন না ধ্বংস আছে, না আছে মৃত্যু।

টীকা-৫৮. যা তারা চাইবে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীদার বা সাক্ষাৎ ও মহান প্রতিপালকের আলো, যা তাঁদেরকে প্রত্যেক জুমু'আহ্ দিবসে 'দারুল-কারামত'-এ (সম্মানিত গৃহ) দান করা হবে।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ আপনার যুগের কাফিরদের পূর্বে

টীকা-৬০. অর্থাৎ ঐসব উম্মত তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী ও মজবুত ছিলো;

টীকা-৬১. এবং অন্বেষণের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ফিরেছে।

টীকা-৬২. মৃত্যু ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে। কিন্তু কেউ এমন স্থান পায়নি।

টীকা-৬৩. জ্ঞানী অন্তর। শিব্‌লী কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, "ক্বোরআনের উপদেশাবলী থেকে ফয়য-বরকত অর্জন করার জন্য উপস্থিত হৃদয় চাই, যার মধ্যে চোখের একটা পলকের জন্যও অলসতা আসে না।"

টীকা-৬৪. ক্বোরআন ও উপদেশের প্রতি।

টীকা-৬৫. **শানে নুযূলঃ** তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ ইহুদীদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা এ কথা বলতো যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা আস্‌মান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত সৃষ্টিকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যে গুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে– রবিবার এবং সর্বশেষ হচ্ছে শুক্রবার। অতঃপর তিনি, নাঊযু বিল্লাহ্, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আর শনিবার তিনি আরশের উপর শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন।' এ আয়াতে তাদের ঐ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ক্লান্ত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি প্রত্যেক বস্তুকে প্রজ্ঞানুসারে অস্তিত্ব দান করেন।' আল্লাহ্ সম্পর্কে ইহুদীদের এ উক্তি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট খুব অপছন্দনীয় হলো। ক্রোধের তীব্রতার কারণে চেহারা মুবারকে লালবর্ণ প্রকাশ পেলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে শান্তনা দিলেন এবং এরশাদ ফরমালেন–

هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ۝٣٦

করে দেখেছে (৬১); কোথাও আছে কি পলায়ন করার স্থান (৬২)?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ۝٣٧

৩৭. নিশ্চয় তাতে উপদেশ রয়েছে তারই জন্য যে হৃদয়সম্পন্ন (৬৩), অথবা কান পেতে দেয় (৬৪) এবং মনোনিবেশ করে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ۝٣٨

৩৮. এবং নিশ্চয় আমি আস্‌মানসমূহ ও যমীনকে এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যখানে আছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং ক্লান্তি আমার নিকটে আসেনি (৬৫)।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۝٣٩

৩৯. সুতরাং তাদের কথার উপর ধৈর্যধারণ করুন এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্তমিত হবার পূর্বে (৬৬);

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝٤٠

৪০. এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হতেই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন (৬৭) এবং নামাযসমূহের পর (৬৮)।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝٤١

৪১. এবং কান পেতে শোনো, যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে (৬৯) এক নিকটবর্তী স্থান থেকে (৭০);

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝٤٢

৪২. যেদিন বিকট শব্দ শুনবে (৭১) সত্য সহকারে। এটা হচ্ছে কবরগুলো থেকে বের হবার দিন।

টীকা-৬৬. অর্থাৎ ফজর, যোহ্‌র ও আসরের সময়;

টীকা-৬৭. অর্থাৎ মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদের সময়

টীকা-৬৮. **হাদীস শরীফঃ** হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নামাযের পর 'তাস্‌বীহ্' পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বোখারী শরীফ)

হাদীস শরীফঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ্', তেত্রিশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' এবং তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবর' আর একবার–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ •

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন্ ক্বাদীর।)

পাঠ করবে তার গুণাহ্ ক্ষমা করা হবে; চাই তার পাপ সমুদ্রের ফেনাগুলোর সমান হোক। অর্থাৎ খুব বেশীই হোক না কেন! (মুসলিম শরীফ)

টীকা-৬৯. অর্থাৎঃ হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালাম

টীকা-৭০. অর্থাৎ 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসের' প্রস্তরখণ্ড থেকে (صخرهٔ بيت المقدس), যা আস্‌মানের দিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইস্রাফীলের আহ্বান এ হবে– "হে গলিত অস্থিগুলো! বিক্ষিপ্ত জোড়াগুলো! চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া মাংসগুলো! এলোমেলো চুলগুলো! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ফয়সালার জন্য একত্রিত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন।"

টীকা-৭১. সমস্ত লোক। এটা দ্বারা 'দ্বিতীয় ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৭২. পরকালে

টীকা-৭৩. মৃতগণ হাশর-ময়দানের দিকে।

টীকা-৭৪. অর্থাৎ ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ।

টীকা-৭৫. যে, তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবিষ্ট করবেন। আপনার কাজ আহ্বান করা ও বুঝিয়ে দেয়া। (এটা যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেকার-ই।) ★

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾

৪৩. নিশ্চয় আমি জীবন দান করি, আমি মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন (৭২)।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. যেদিন পৃথিবী তাদের থেকে বিদীর্ণ হবে, তখন তারা তাড়াহুড়া করে বের হবে (৭৩)। এটাই হচ্ছে হাশর (সমাবেশকরণ), যা আমার জন্য সহজ।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

৪৫. আমি ভালভাবে জেনে নিচ্ছি যা তারা বলছে (৭৪) এবং আপনি তাদের উপর কিছুই জবরদস্তিকারী নন (৭৫)। সুতরাং ক্বোরআন দ্বারা উপদেশ দিন তাকেই, যে আমার ধমককে ভয় করে। ★

সূরা যা-রিয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা যা-রিয়াত মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৬০ রুকূ'-৩

রুকূ' - এক

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿١﴾

১. শপথ সেগুলোরই, যেগুলো বিক্ষিপ্ত করে উড়িয়ে থাকে (২);

فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾

২. অতঃপর যেগুলো বোঝা বহন করে (৩);

فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿٣﴾

৩. অতঃপর যেগুলো নম্রভাবে চলাচল করে (৪);

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾

৪. অতঃপর যেগুলো নির্দেশক্রমে বন্টন করে (৫);

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾

৫. নিশ্চয় যে কথার তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে (৬) তা অবশ্যই সত্য।

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

৬. এবং নিশ্চয় নিশ্চয় ন্যায়-বিচার হবে (৭)।

* * * * * * *

টীকা-১. 'সূরা যা-রিয়াত' মক্কী; এতে তিনটি রুকূ', ষাটটি আয়াত; তিনশ ষাটটি পদ এবং এক হাজার দু'শ ঊনচল্লিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ঐ বায়ুসমূহ, যেগুলো ধূলাবালি ইত্যাদি উড়ায়।

টীকা-৩. অর্থাৎ ঐ মেঘমালা, যেগুলো বৃষ্টির পানি বহন করে।

টীকা-৪. ঐসব নৌ-যান, যেগুলো পানিতে সহজে চলে।

টীকা-৫. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের ঐসব দল, যাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশে বৃষ্টি ও জীবিকা ইত্যাদি বন্টন করেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্ম-ব্যবস্থাপক করেছেন এবং বিশ্বে ব্যবস্থাপনা ও ক্ষমতা প্রয়োগের ইখতিয়ার দান করেছেন।

কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে যে, এসব গুণাবলীই বাতাসের। কারণ, তা ধূলাবালিও উড়ায়, মেঘমালাকেও উড়িয়ে বেড়ায়, আবার সেগুলোকে নিয়ে সহজে বিচরণও করে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার শহরগুলোতে তাঁরই নির্দেশে বৃষ্টি বন্টন করে।

শপথের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– ঐ সব বস্তুর মহত্ব বর্ণনা করা, যেগুলোর শপথ করা হয়েছে। কেননা, এ বস্তুগুলোও আল্লাহ্‌র পূর্ণ ক্ষমতারই প্রমাণ বহন করে। জ্ঞানসম্পন্ন লোকদেরকে অবকাশ দেয়া হয় যেন তারা তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে পুনরুত্থান ও প্রতিফলের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করে যে, যেই সত্য শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা এমন আশ্চর্যজনক কার্যাদি সম্পাদনে সক্ষম তিনি আপন সৃষ্ট বস্তুগুলোকে বিলীন করার পর দ্বিতীয়বার অস্তিত্বদানেও নিঃসন্দেহে সক্ষম।

টীকা-৬. অর্থাৎ পুনরুত্থান ও প্রতিদানের।

টীকা-৭. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর ভাল ও মন্দ কর্মের বিনিময় অবশ্যই পাওয়া যাবে।

★ 'সূরা ক্বা-ফ' সমাপ্ত।

টীকা-৮. যাকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি যে, হে মক্কাবাসীরা! নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে এবং ক্বোরআন পাক সম্পর্কে—

টীকা-৯. কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'যাদুকর' বলছো, কখনো 'কবি', কখনো 'জ্যোতিষী', কখনো 'উন্মাদ' বলছো (আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয়)! অনুরূপভাবে, ক্বোরআনে করীমকেও কখনো 'যাদুগ্রন্থ' বলছো, কখনো 'কাব্যগ্রন্থ', কখনো 'জ্যোতির্বিদ্যা', কখনো 'পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী' বলছো।

৭. সাজসজ্জাময় আস্‌মানের শপথ (৮)!

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧

৮. তোমরা পরস্পর বিরোধী কথার মধ্যে লিপ্ত রয়েছো (৯);

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨

৯. এ ক্বোরআন থেকে তাকেই উল্টো দিকে চালিত করা হয়, যার ভাগ্যেই উল্টোদিকে চালিত হওয়া অবধারিত রয়েছে (১০)।

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝٩

১০. নিহত হোক মনগড়া কথা রচনাকারী!

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠

১১. যারা নেশার মধ্যে ভুলে বসে আছে (১১);

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١

১২. জিজ্ঞাসা করছে (১২) বিচারের দিন কবে হবে (১৩)?

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢

১৩. ঐ দিন হবে, যেদিন তাদেরকে আগুনের উপর উত্তপ্ত করা হবে (১৪)।

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝١٣

১৪. এবং বলা হবে, 'স্বাদ গ্রহণ করো নিজেদের উত্তপ্ত হওয়ার।' এটা হচ্ছে তাই, যার জন্য তোমাদের ত্বরা ছিলো (১৫)।'

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝١٤

১৫. নিশ্চয় খোদাভীরু লোকেরা বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহে রয়েছে (১৬)।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١٥

১৬. আপন প্রতিপালকের দানসমূহ নিতে নিতে, নিশ্চয় তারা এর পূর্বে (১৬) সৎকর্মপরায়ণ ছিলো,

اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝١٦

১৭. তারা রাতে কম ঘুমাতো (১৮)।

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝١٧

১৮. এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো (১৯)।

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝١٨

১৯. এবং তাদের সম্পদে প্রাপ্য ছিলো ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের (২০)।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝١٩

২০. এবং ভূ-পৃষ্ঠে নিদর্শনাদি রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য (২১);

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝٢٠

টীকা-১০. এবং যে আদিকাল থেকেই বঞ্চিত, সে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পথভ্রষ্টকারীদের বিভ্রান্তির শিকার হয়। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগের কাফিরগণ যখন কাউকে দেখতো যে, সে ঈমান আনার ইচ্ছা করছে, তখন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতো, "তাঁর নিকট কেন যাচ্ছো! তিনি তো একজন কবি, যাদুকর ও মিথ্যাবাদী।" (আল্লাহ্ তা'আলারই আশ্রয়!) আর এভাবে ক্বোরআনে পাক সম্পর্কেও বলে যে, তা কাব্য, যাদুমন্ত্র ও অলীক। (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

টীকা-১১. অর্থাৎ মূর্খতার নেশায় পরকালকে ভুলে বসেছে।

টীকা-১২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রূপ ও অস্বীকার সূত্রে।

টীকা-১৩. তাদের জবাবে এরশাদ হচ্ছে—

টীকা-১৪. এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-১৫. এবং দুনিয়ার মধ্যে বিদ্রূপ বশতঃ বলতো, "ঐ শাস্তি শীঘ্রই নিয়ে এসো, যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো।"

টীকা-১৬. আপন প্রতিপালকের নি'মাতের মধ্যে রয়েছে বাগানসমূহের অভ্যন্তরে, যেগুলোতে স্বচ্ছ প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত রয়েছে।

টীকা-১৭. দুনিয়ার।

টীকা-১৮. এবং রাতের অধিকাংশই নামাযের মধ্যে কাটাতো।

টীকা-১৯. অর্থাৎ রাত তাহাজ্জুদ ও রাত্রি-জাগরণেই কাটাতো আর খুব স্বল্প পরিমাণই ঘুমাতো। রাতের শেষ প্রহর অতিবাহিত করতো ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনায় এবং এতটুকু ঘুমানোকেও অপরাধ মনে করতো।

টীকা-২০. 'ভিক্ষুক' হচ্ছে সেই, যে স্বীয় প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের নিকট ভিক্ষা চায়। আর 'বঞ্চিত' হচ্ছে— ঐ ব্যক্তি যে অভাবগ্রস্ত বটে, কিন্তু লজ্জায় কারো নিকট চায় না।

টীকা-২১. যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াহ্‌দানিয়াত এবং তাঁর কুদরত ও হিকমত (ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা)-এর পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে (২২); তবে কি তোমরা নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করছো না?

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٢

২২. এবং আস্মানের মধ্যে তোমাদের জীবিকা রয়েছে (২৩) এবং (তা-ও,) যার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (২৪)।

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقّٞ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ ٢٣

২৩. সুতরাং আস্মান ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়, এ ক্বোরআন সত্য, যেমনিভাবে জিহ্বা দ্বারা তোমরা কথা বলছো।

রুকূ' - দুই

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ٢٤

২৪. হে মাহবূব! আপনার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের সংবাদ এসেছে (২৫)?

إِذۡ دَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَقَالُواْ سَلَٰمٗاۖ قَالَ سَلَٰمٞ قَوۡمٞ مُّنكَرُونَ ٢٥

২৫. যখন তারা তার নিকট এসে বললো, 'সালাম!' সেওবললো, 'সালাম।' অপরিচিতের মতো লোকগুলো (২৬)।

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ ٢٦

২৬. অতঃপর আপন ঘরে গেলো, তারপর এক মোটাতাজা গো-বৎস নিয়ে এলো (২৭);

فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ ٢٧

২৭. অতঃপর সেটা তাদের নিকট রাখলো (২৮)। বললো, 'তোমরা কি খাচ্ছো না?'

فَأَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٖ ٢٨

২৮. অতঃপর আপন অন্তরে তাদের ব্যাপারে ভয় অনুভব করতে লাগলো (২৯)। তারা বললো, 'আপনি ভয় করবেন না (৩০)!' এবং তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলো।

فَأَقۡبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُۥ فِي صَرَّةٖ فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا وَقَالَتۡ عَجُوزٌ عَقِيمٞ ٢٩

২৯. অতঃপর তার স্ত্রী (৩১) চিৎকার করতে করতে আসলো, তারপর আপন মাথা ঠুকলো আর বললো, 'বৃদ্ধা বন্ধ্যারও কি (৩২)?'

قَالُواْ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡعَلِيمُ ٣٠

৩০. তারা বললো, 'তোমার প্রতিপালক এমনই বলে দিয়েছেন; এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' ★

টীকা-২২. তোমাদের সৃষ্টিতে ও তোমাদের পরিবর্তনসমূহে এবং তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্যে। আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্‌রতের এমন অগণিত আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ বিষয়াদি রয়েছে, যে গুলো দ্বারা বান্দা তাঁর খোদায়ী শান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে।

টীকা-২৩. যে, ঐ দিক থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে ভূ-পৃষ্ঠকে ফসল ও শস্য দ্বারা ভরপুর করা হয়।

টীকা-২৪. আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির। ঐসবই আস্মানের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

টীকা-২৫. যাঁরা দশজন বা বারজন ফিরিশ্‌তা ছিলেন।

টীকা-২৬. এ কথা তিনি আপন মনে মনে বলেছিলেন।

টীকা-২৭. উত্তমভাবে ভাজাকৃত;

টীকা-২৮. যেন তারা আহার করে। এটা আতিথ্যকারীর নিয়ম যে, মেহমানদের সামনে খানা পরিবেশন করেন। ফিরিশ্‌তাগণ যখন আহার করলেন না তখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-

টীকা-২৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, "তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, এঁরা ফিরিশ্‌তা এবং শাস্তি প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।"

টীকা-৩০. আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত।

টীকা-৩১. অর্থাৎ হযরত সারা

টীকা-৩২. যিনি কখনো সন্তান প্রসব করেন নি এবং নব্বই অথবা নিরানব্বই বছর তাঁর বয়স হয়েছিলো। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, এ বয়সে ও এমতাবস্থায় সন্তান জন্মলাভ করা অতি আশ্চর্যের কথা! ★

★ ষষ্ঠবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।